ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের একটি ঘরোয়া পত্রিকা
বর্ষ-২৭, ইস্যু-৫২, জানুয়ারি-জুন ২০২৫

সূচিপত্র

১	বার্ষিক সাধারণ সভা	১-২
২	গভর্নিং বডির সভা	২-৩
৩	১৫ তম সোশ্যাল বিজনেস সম্মেলনে অংশগ্রহণ	৩
৪	Social Business কান্ট্রি ফোরাম আয়োজন	৩-৪
৫	রাজশাহীতে কর্মী কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪-৫
৬	চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাখা ব্যবস্থাপক সমাবেশ অনুষ্ঠিত	৬-৭
৭	স্বাস্থ্য কর্মসূচি	৭
৮	হালদা নদী কর্মসূচি	৮-১০
৯	নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ	১০-১১
১০	সমৃদ্ধি কর্মসূচি	১২-১৫
১১	আরএইচএল প্রকল্প	১৫
১২	সংবাদ	১৫-২২
	১২.১ কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	১৫-১৯
	১২.২ পরিদর্শন	
	১২.৩ অন্যান্য সংবাদ	২১-২২
১৩	কেস স্টাডি	২৩
১৪	এক নজরে আইডিএফ এর কিছু কার্যক্রম	২৪

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা : এ. কে. ফজলুল বারি
সম্পাদক : জহিরুল আলম
সহ-সম্পাদক : মৌসুমী চাকমা

"দুর্গম পাহাড়ী জনপদে ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনের সংগ্রামে আমরা অবিচল"

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন

১. বার্ষিক সাধারণ সভা (৩১তম) অনুষ্ঠিত

আইডিএফ এর ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২২.০৬.২০২৫ তারিখ শনিবার সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় আইডিএফ ইনোভেশন হাব, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সাধারণ পরিষদ ও গভর্নিং বডির সভাপতি জনাব মং থেন হেন। উক্ত সভায় সংস্থার গভর্নিং বডি ও জেনারেল বডির সম্মানিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংস্থার বান্দরবান জোনের জোনাল ম্যানেজার জনাব মুহাম্মদ শাহ আলম এবং পবিত্র ত্রিপিটক থেকে পাঠ করেন সংস্থার জেনারেল বডির জয়েন্ট সেক্রেটারি জনাব মং থোয়াই চিং। সংস্থার জেনারেল বডিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত নতুন দুইজন সদস্য জনাব তাসমিনা রহমান ও জনাব আদিবা আলম ইপসিতাকে ফুল দিয়ে সভায় বরণ করা হয়।

এরপর মাননীয় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যগণকে সভায় স্বাগত জানিয়ে তাঁর বক্তব্যে সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে সংস্থার উন্নয়নের বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভার কার্যক্রমের শুরুতে মাননীয় নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম জুলাই অভ্যুত্থানে নিহত শহীদদের মৃত্যুতে, সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও গভর্নিং বডির সম্মানীত সদস্য জনাব মং থোয়াই চিং এর মায়ের মৃত্যুতে, সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন। এরপর ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়। মাননীয় সভাপতির অনুমতিক্রমে নির্বাহী পরিচালক সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা জানিয়ে জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত সংস্থার কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। জনাব সেলিম উদ্দীন, পরিচালক (ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি) সংস্থার ঋণ কর্মসূচির জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৫ মাসের অগ্রগতি সভাকে অবহিত করেন।

আমাদের কথা

আমেরিকার আদিবাসী নেতা চিফ সিয়াটল (Chief Seatol) ১৮৫৪ সালে বিশেষ এক প্রেক্ষাপটে তার এক ভাষণে বলেছিলেন: এই পৃথিবী আমাদের পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া সম্পদ নয় বরং আমরা ভবিষ্যৎ সন্তানদের কাছ থেকে ধার নিয়েছি। পৃথিবী আমাদের নয়, আমরা এই পৃথিবীর অংশ। কিন্তু মানুষ প্রকৃতি ও পারস্পরিক সম্প্রীতি থেকে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। মানুষের সৃষ্ট ভোগবাদী অর্থনীতি আজ সম্পদের ভয়াবহ বৈষম্য তৈরি করেছে, যেখানে মাত্র ১% মানুষের হাতে পৃথিবীর ৯৮% সম্পদ কেন্দ্রীভূত। ফলে পৃথিবীব্যাপী এত ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অস্থিরতা, অসহায়ত্ব। এমন অবস্থায় বাংলাদেশসহ অনেক দেশ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে শুধু যে অনেক মানুষের দারিদ্র্য কিছুটা দূর করছে এমন নয় বরং এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থায়নের ইতিবাচক এবং বহুমাত্রিক ফলাফলের সমষ্টি একটি বিশাল প্রবাহ তৈরি করছে যা ভোগবাদী অর্থনীতির ক্ষত কিছুটা হলেও প্রশমিত করছে।

জাতি বিশেষ করে দেশের তরুণ সমাজ যখন একটি সমৃদ্ধ এবং বৈষম্যহীন বাংলাদেশ নির্মাণে উজ্জীবিত সেই সময় আমরা প্রতিটি নন প্রফিট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতার চর্চা করতে আহবান জানাই। সেই সাথে আমরা বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে এখানে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমুহ মোকাবিলায় সরকারের অধিকতর সহযোগিতা এবং গঠনমুলক দিক নির্দেশনা আশা করছি। আইডিএফ এ আমরা ১৯৯৩ সালে কর্মকান্ড শুরুর পর থেকে একটা ছন্দময় গতি নিয়ে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার সাথে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছি। নব্বই দশকের শুরু থেকে অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের সাথে একত্রে আমরা নতুন নতুন উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে এ আন্দোলনে সামিল হয়েছি।

ধন্যবাদান্তে
জহিরুল আলম
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক
আইডিএফ।

মাননীয় নির্বাহী পরিচালক সোলার, সুরক্ষা তহবিল, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ অন্যান্য কর্মসূচি ও বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্য সভাকে অবহিত করেন। এছাড়া তিনি সভাকে সোলার কর্মসূচিতে সংযুক্ত স্মার্ট চার্জিং ব্যাটারি ও রুফটপ এবং আইডিএফ ইনোভেশন হাব, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়িতে সোলার কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন ও UNDP এর সহযোগিতায় নাটোর জেলার কাফুরিয়ায় আইডিএফ ফার্মে সোলার কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনের বিষয়ে অবহিত করেন।

আইডিএফ এর জেনারেল বডির সদস্য অধ্যাপক শহীদুল আমিন চৌধুরী সভাকে অবহিত করেন, চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ড দুল্লভের পাড়ায় বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কতৃর্ক ভবন নির্মাণের অনুমতিক্রমে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) কারিগরি ইনিস্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে ভবনটির ৩য় তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, ৪র্থ তলার ছাদ ঢালাই এর কাজ শীঘ্রই সম্পন্ন করা হবে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে পাঠদানের অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হয়েছে, যা শীঘ্রই অনুমোদন পাওয়া যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পাঠদানের অনুমোদন পাওয়ার পর আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে পাঠদান শুরু করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে কম্পিউটার ও ইলেক্ট্রিক্যাল বিষয়ের উপর পাঠদান করা হবে।

নির্বাহী পরিচালক সভায় সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত ইন্টিগ্রেটেড ফার্ম (কৃষি বিভাগ, নার্সারী বিভাগ, প্রাণিসম্পদ বিভাগ ও প্রোপার্টি বিভাগ), কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মসূচি, আরসিসি, হালদা, আইডিএফ ফুড প্রসেসিং ফ্যাক্টরি, আইডিএফ ইনোভেশন হাব এবং ভবন মেরামত ও নির্মাণ সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি সভাকে আরো অভিহিত করেন, আরসিসি, হালদা, সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ (এসইপি), গয়াল, সামুদ্রিক শৈবাল কর্মসূচিসমূহ পিকেএসএফ এর অর্থায়নে চালু হলেও মেয়াদ শেষ হওয়ায় বর্তমানে এগুলো সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। সংস্থার জেনারেল বডির সদস্য জনাব এ. কে ফজলুল বারি, সংস্থা কর্তৃক কর্মসূচিসমূহ নিজস্ব অর্থায়নে চালু রাখার জন্য প্রশংসা করেন এবং প্রকল্প শেষ হলেও যে সকল কর্মসূচি/প্রকল্প সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে মিলে যায়, সে সকল কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহ চালু রাখাকে সংস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেন।

নির্বাহী পরিচালক সভাকে পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে পরিচালিত সমৃদ্ধি, আরএমটিপি: উচ্চ মূল্যের ফল ফসলের জাত সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণ, নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্য পণ্য উপাদান এবং বাজারজাতকরণ, সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে বান্দরবান জেলার লামা উপজেলার অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড সৃষ্টি, বিডি রুরাল ওয়াশ, RAISE (Recovery and Advancement of Informal Sector Employment), RHL (Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh) প্রকল্পের অগ্রগতি সভাকে অবহিত করেন। InM এর অর্থায়নে Water Credit Adoption Model (WCAD) প্রকল্প; USAID এর সহযোগিতায় Facilitate access to crop-based finance to enhance vegetable production প্রকল্প এবং World Resource Institute এর অর্থায়নে গ্রীন রাইডস্ প্রকল্পের অগ্রগতি সভাকে অবহিত করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ উপরোক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির ব্যাপারে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং নির্বাহী পরিচালক'কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এরপর সংস্থার জেনারেল বডির সদস্য জনাব ফজলুল বারি আইডিএফ এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪ এবং সংস্থার পরিচালক (ঋণ কর্মসূচি) জনাব মোঃ সেলিম উদ্দীন সংস্থার ঋণ কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাজেট ২০২৫-২৬ উপস্থাপন করেন। এছাড়াও সভায় ঋণ কর্মসূচির ২০২৪-২৫ হতে ২০২৬-২৭ (৩ বছর) অডিট কার্য পরিচালনার জন্য Toha Khan Zaman & Co. কে নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সংস্থার বর্ধিত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সংস্থার সংশোধিত অর্গানোগ্রাম সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। পরিশেষে মাননীয় সভাপতি সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২. গভর্নিং বডির সভা অনুষ্ঠিত

বিগত জানুয়ারি-জুন ২০২৫ সময়ে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এর গভর্নিং বডির ৭টি সভা (১৪৫তম, ১৪৬তম, ১৪৭তম, ১৪৮তম, ১৪৯তম, ১৫০তম ও ১৫১তম) অনুষ্ঠিত হয়। ১৪৫তম সভা আইডিএফ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কলাতলী, কক্সবাজারে ১৫১তম সভা আইডিএফ ইনোভেশন হাব, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়িতে এবং বাকি ৫টি সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভাসমূহে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সাধারণ পরিষদ ও গভর্নিং বডির সভাপতি

জনাব মং থেন হেন। এসকল সভাসমূহে পর্যবেক্ষক হিসেবে সাধারণ পরিষদ এর কয়েকজন সম্মানিত সদস্যও উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি সভায় বিগত সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন ও অনুমোদন শেষে বিগত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিভিন্ন আর্থিক পার্টনার সম্পর্কে অবহিতকরণ, বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ, পিকেএসএফ হতে ঋণ, অনুদান ও পুনঃভরণ গ্রহণের অনুমোদন, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক হিসাবের স্বাক্ষরকারী পরিবর্তন অনুমোদন, নিয়োগ, নিয়মিতকরণ ও পদোন্নতি কমিটি পুনঃগঠন অনুমোদন, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ের ক্রয়-বিক্রয় কমিটি পুনঃগঠন অনুমোদন, সভায় সংস্থায় কর্মরত নিরাপত্তা কর্মী, বার্তাবাহক, অভ্যর্থনা সহকারী, গাড়ি চালক ও অফিস সহকারী পদসমূহের 'টাইম স্কেল' কমিটি পুনঃগঠন অনুমোদন, মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ Write off করার অনুমোদন, জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত সংস্থার কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপনসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সংস্থার কাজের পরিধি বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয়তা ও কাজের সুবিধার্থে এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে পূর্বের HR Manual টিতে সংযোজন, পরিমার্জন ও সংশোধন করা হয়েছে। সংস্কারকৃত HR Manual ১৪৬তম সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। এছাড়াও দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান ঊর্ধ্বগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংস্থায় কর্মরতদের জীবনযাত্রার মান অক্ষুন্ন রাখার প্রয়োজনে জীবনমান উন্নয়ন ভাতা প্রদানের অনুমোদন করা হয়।

৩. ১৫ তম সোশ্যাল বিজনেস সম্মেলনে অংশগ্রহণ

গত ২৭-২৮ জুন, ২০২৫ তারিখে ইউনূস সেন্টার ও গ্রামীণ গ্রুপ-এর পৃষ্ঠপোষকতায় নোবেল বিজয়ী প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস কর্তৃক আয়োজিত 15th Social Business Day বাংলাদেশের সাভারের জিরাবোতে অবস্থিত সামাজিক কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। দুইদিন ব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানটির এবারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল "Social Business is the Most Effective Path to Ensure Healthcare for All"। এই আয়োজনে আইডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম, উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, সংস্থার জেনারেল বডির সদস্য জনাব প্রফেসর শহীদুল আমীন চৌধুরী, জেনারেল বডির সদস্য ও কনসালটেন্ট জনাব আদিবা আলম ইপসিতা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিভাগের কো-অর্ডিনেটর জনাব শাখাওয়াত হোসাইন ও উক্ত বিভাগের ২ জন সহকর্মী অংশগ্রহণ করেন। নোবেল বিজয়ী ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর উদ্বোধনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, সামাজিক ব্যবসা শুধু বাংলাদেশ নয়, পুরো বিশ্বকে বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এবং নতুন সভ্যতা তৈরি করতে পারে। ২ দিন ব্যাপী এই আয়োজনে যোগ দিয়েছেন ৩৮টি দেশের সামাজিক ব্যবসার সাথে জড়িত প্রায় ১০০০ নেতা ও উদ্যোক্তা। ২ দিনের এই আয়োজনে একাধিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গ্রামীণ কমিউনিকেশন-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ ফিরোজ মাহমুদ কর্তৃক সঞ্চালিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন (Plenary Session)-6 এ "Strengthening Bangladesh's Economy: How Can You Contribute?" বিষয়ক প্যানেল আলোচনার সময় মাননীয় নির্বাহী পরিচালক, জনাব জহিরুল আলম মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। উক্ত আলোচনায় তিনি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগণ, নারী উদ্যোক্তা ও যুবসমাজকে মূলধারায় অন্তর্ভূক্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে তার মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি আর্থিক অন্তর্ভূক্তি, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণকে টেকসই উন্নয়নের প্রধান উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণে তরুণ প্রজন্ম সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৪. Social Business কান্ট্রি ফোরাম আয়োজন

গত ২৩ জুন, ২০২৫ তারিখে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)-এর সম্মেলনকক্ষে সামাজিক ব্যবসা দিবস ২০২৫-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট 'বাংলাদেশ কান্ট্রি ফোরাম' অনুষ্ঠিত হয়। ইউনূস সেন্টারের পক্ষে এ বছরের কান্ট্রি ফোরাম আয়োজনের দায়িত্ব পালন করেন আইডিএফ-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম। ফোরামে অংশগ্রহণ করেন দেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সংস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসহ প্রায় অর্ধশতাধিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও তরুণ উদ্যোক্তাগণ। সংস্থার জেনারেল বডি সদস্য প্রফেসর শহীদুল আমীন চৌধুরী-এর উদ্বোধনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে সামাজিক ব্যবসা প্রসারের প্রস্তাব ও প্রাথমিক রূপরেখা তুলে ধরেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয়। উপস্থিত সকলে এই বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেন এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিদ্যমান নানা প্রতিবন্ধকতার বিষয়েও আলোচনা করেন তারা। পরবর্তীতে সকলের সম্মতি ও আলোচনার ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসহ দেশের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানে জাতীয় পর্যায়ে একটি সামাজিক ব্যবসা ফোরাম গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এ আয়োজনে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সামাজিক ব্যবসা প্রসারে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে গ্রামীণ গ্রুপের বিভিন্ন অংশ-প্রতিষ্ঠানগুলোও। সামাজিক ব্যবসা দিবস ২০২৫ এর এবারের মূল প্রতিপাদ্য ছিলো-'সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে সবচেয়ে কার্যকর পথ হলো সামাজিক ব্যবসা'। অংশগ্রহণকারীরা স্বাস্থ্যখাতে তাদের সামাজিক ব্যবসার বাস্তব অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। দেশে বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে নিজেদের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন গ্রামীণ কল্যাণ, গ্রামীণ সুখী, সাজিদা ফাউন্ডেশন, আইডিএফ, সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন অ্যান্ড প্র্যাকটিস (সিদীপ), বাসা ফাউন্ডেশন এবং দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে) এর প্রতিনিধিবৃন্দ।

কান্ট্রি ফোরামের আহ্বায়ক সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবসার কাজ চলমান রাখতে আরো কিছু কাজ হাতে নেওয়া উচিত। আমি নিজেও সামাজিক ব্যবসা পরিচালনা করি। এই সামাজিক ব্যবসার আরো প্রসারে আমরা একটি ফোরাম গঠনের উদ্যোগ নেবো'। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল হান্নান চৌধুরী বলেন, "এনজিও ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক ব্যবসা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একই সঙ্গে সামাজিক ব্যবসাকে ডিজিটালাইজড করে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া উচিত।" এ ছাড়াও থ্রি-জিরো ক্লাবের পরিচিতি, গঠন ও কর্মপরিধি নিয়ে আলোচনা করেন 'থ্রি-জিরো' ক্লাবের কর্মীরা। উল্লেখ্য, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এ বছর সামাজিক ব্যবসা দিবসের 'থ্রি-জিরো ক্লাব' সেশন আয়োজন করে। সার্বিকভাবে, এই আয়োজনটি সামাজিক ব্যবসাকে জাতীয় পর্যায়ে বিস্তারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

৫. রাজশাহীতে কর্মী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আইডিএফ নিয়মিতভাবে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মীদের নিয়ে পর্যালোচনা সভা আয়োজন করে, যেখানে ঋণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান, সদস্যসেবার উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও কেন্দ্রীয় নির্দেশনা সরাসরি মাঠপর্যায়ে পৌঁছে যায়, ফলে ঋণ কর্মসূচি আরও সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০, ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে রাজশাহী অঞ্চলের ৩২টি শাখার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইডিএফ-এর সকল জোনের জোনাল ম্যানেজার এবং এরিয়া ম্যানেজারদের অংশগ্রহণে "কর্মী কর্মশালা-২০২৫" অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাটি রাজশাহী জোনাল অফিসের নিজস্ব প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয়।

তিন দিনব্যাপী আয়োজিত এ কর্মী কর্মশালায় আইডিএফ রাজশাহী অঞ্চলের জোনাল ম্যানেজার জনাব বিজন কুমার সরকার-এর সভাপতিত্বে কর্মী কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হোসনে আরা বেগম, সাধারণ পরিষদ সদস্য, আইডিএফ। আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন, উপ-নির্বাহী পরিচালক, আইডিএফ এবং জনাব মোঃ সেলিম উদ্দিন, পরিচালক, ঋণ কর্মসূচি, আইডিএফ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ এর সকল জোনের জোনাল ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার এবং রাজশাহী জোনের ৩২টি শাখার শাখা ব্যবস্থাপকগণ, মাঠ কর্মী, কৃষি ও স্বাস্থ্য কর্মসূচির সহকর্মীগণ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ শফীকুল ইসলাম, এরিয়া ম্যানেজার, নাটোর এরিয়া, আইডিএফ। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও গীতা পাঠের পর জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে কর্মী কর্মশালা-২০২৫ শুরু হয়।

প্রথমে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন রাজশাহী জোনের জোনাল ম্যানেজার জনাব বিজন কুমার সরকার। রাজশাহী অঞ্চলে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রাণিসম্পদ উন্নয়নসহ বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে আইডিএফ এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে বলে জানান। আগামীতে রাজশাহী যোনাল অফিসের নিজস্ব জমিতে বহুতল ভবন নির্মাণ এবং এ অঞ্চলের দরিদ্র সদস্যদের সন্তানদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আইডিএফ কৃষি ফার্ম, কাফুরিয়ার নিজস্ব জমিতে কলকারখানা স্থাপনের জন্য উদাত্ত আহবান জানান। আইডিএফ রাজশাহী অঞ্চলের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য উপস্থিত সকল সহকর্মীকে ধন্যবাদ জানান।

সম্মানিত অতিথিদের মাঝে জনাব মোঃ সেলিম উদ্দিন, পরিচালক (ক্ষুদ্রঋণ) তার বক্তব্যে আইডিএফ রাজশাহী অঞ্চলের সকল সহকর্মীকে ধন্যবাদ জানান। বিশেষ করে কোভিড-১৯ এর পর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য। কর্মী কর্মশালা থেকে উজ্জীবিত হয়ে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আগামীতে সংস্থার সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য নিরলস ভাবে কাজ করার আহবান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

আইডিএফ-এর মাননীয় উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন কর্মী কর্মশালা-২০২৫ এ অংশগ্রহণকারী সকল কর্মীদের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি কর্মশালায় গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মীদের নিজেদেরকে যোগ্য ও দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এছাড়া তিনি আগামী দিনে আইডিএফ-এর সকল সিদ্ধান্ত মাঠপর্যায়ে সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে দেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি সংস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করার জন্য সকলকে অনুপ্রাণিত করেন।

সম্মানিত অতিথি ও আইডিএফ-এর সাধারণ পরিষদ সদস্য হোসনে আরা বেগম তার বক্তব্যে রাজশাহী অঞ্চলের সামগ্রিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, এ অঞ্চলের সহকর্মীদের আইডিএফ-এর প্রতি আন্তরিকতা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য অন্যান্য অঞ্চলের জন্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

কর্মী কর্মশালা ২০২৫-এর প্রধান অতিথির বক্তব্যের পূর্বে আইডিএফ-এর দীর্ঘ অগ্রযাত্রায় যাঁরা অসামান্য অবদান রেখেছেন এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের পরিশ্রম ও নিষ্ঠার যথাযথ স্বীকৃতি স্বরূপ মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করেন। এই পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে আইডিএফ শুধু তাদের অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েছে তাই নয়, বরং সকল সহকর্মীদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাও জুগিয়েছে। অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ কর্মী, শ্রেষ্ঠ শাখা ব্যবস্থাপক, শ্রেষ্ঠ শাখা এবং কৃষি ও স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনকারী সহকর্মীদের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। এ আয়োজন নিঃসন্দেহে আইডিএফ পরিবারের প্রত্যেককে আরও দায়িত্বশীল, অনুপ্রাণিত ও একাগ্রচিত্তে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করবে।

কর্মী কর্মশালা-২০২৫ এর প্রধান অতিথি, মাননীয় নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম মহোদয় রাজশাহী অঞ্চলে কর্মী কর্মশালা আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আইডিএফ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সদস্যদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, আইডিএফ একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান এবং সহকর্মীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। একইসঙ্গে আইডিএফ-এর সকল সেবা সদস্য পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সকলকে নিরলসভাবে কাজ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রধান অতিথি আরও বলেন, প্রতিষ্ঠানের সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সহকর্মীদের মেধা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে। পরিশেষে, তিনি কর্মী কর্মশালা-২০২৫ এর সকল সিদ্ধান্ত মাঠপর্যায়ে সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

৬. আইডিএফ চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাখা ব্যবস্থাপক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

আইডিএফ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে গত ৫ মে ২০২৫ তারিখে শাখা ব্যবস্থাপক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ -এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব রেজানুর রহমান তরফদার। সমাবেশে আইডিএফ -এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন জনাব মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, উপ-নির্বাহী পরিচালক, জনাব সেলিম উদ্দীন, পরিচালক (ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি), জনাব মহিউদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, বিভাগ প্রধান, মনিটরিং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জোনাল ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার, শাখা ব্যবস্থাপক এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। উক্ত সমাবেশে মূলত শাখা ব্যবস্থাপনা, ঋণ বিতরণ ও নিয়ন্ত্রণ, কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন এবং সম্প্রসারণ ও

গ্রাহক সেবা উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কর্মকর্তারা তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এবং ভবিষ্যতের জন্য কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে শাখা কার্যক্রমকে আরও সুশৃঙ্খল ও ফলপ্রসু করার জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সমাবেশটি শাখা ব্যবস্থাপকদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি, উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ এবং সেবার মান উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে।

৭. স্বাস্থ্য কর্মসূচি

৭.১ জানুয়ারি-জুন, ২০২৫ সময়ে স্বাস্থ্য কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আইডিএফ ১৯৯৫ সালে পার্বত্য অঞ্চলের দরিদ্র জনগণের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপদ পানি প্রদানের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য কর্মসূচির যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এই কর্মসূচির আওতায় সংস্থা সকল সদস্য ও তাদের পরিবারসহ কমিউনিটি পর্যায়ে সকলের জন্য হেলথ এজেন্ট ও শাখা পর্যায়ে মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট এবং টেলিহেলথের মাধ্যমে এমবিবিএস ডাক্তারদের দ্বারা নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকে। হিমোফিলিয়া রোগীদের সেবা প্রদানের জন্য চট্টগ্রামে একটি ফিজিওথেরাপী সেন্টার পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও কর্ম এলাকায় সংস্থার শাখা অফিসসমূহের সহায়তায় স্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। বিগত জানুয়ারি-জুন, ২০২৫ সময়ে আইডিএফ এর স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় সর্বমোট ১,১১,১৯৭ জনকে বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, ৮,৪১৪ জনকে ৫,৫৮,৫৫৯ টাকার বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ এবং ৪৫ জন রোগীকে ৪৯৭টি সেশনের মাধ্যমে ফিজিওথেরাপী সেবা (হিমোফিলিয়া) প্রদান করা হয়। এ সমস্ত সেবাসমূহের বিস্তারিত তথ্য পরিক্রমার শেষ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে।

৭.২ আইডিএফ স্বাস্থ্য বুলেটিন

আইডিএফ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়নের জন্যও সমভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে ক্ষুদ্রপুঁজি সরবরাহের পাশাপাশি ১৯৯৪-৯৫ সালে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার মাধ্যমে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচির যাত্রা শুরু হয়। স্বাস্থ্য কর্মসূচির কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় আইডিএফ মার্চ ২০২৩ থেকে পৃথকভাবে একটি ত্রৈমাসিক স্বাস্থ্য বুলেটিন প্রকাশ করা শুরু করে। শুরু করার পর থেকে এটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। সর্বশেষ সংখ্যায় মার্চ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত সময়ে আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় যেসকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে তার বিশদ বর্ণনা আছে। বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক লেখার পাশাপাশি রিপোর্টকালীন সময়ে আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচি কর্তৃক কমিউনিটি পর্যায়ে পরিচালিত নানা ধরনের ক্যাম্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা যেমন টেলি হেলথ ক্যাম্প, স্বাস্থ্যসেবা ও ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প, মিনি হেলথ ক্যাম্প, পুষ্টি সেবা ক্যাম্প, কাউন্সেলিং সেশন পরিচালনা ইত্যাদির সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত স্ট্যাটিক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক উঠান বৈঠক আয়োজন, ঔষধ বিতরণ ক্যাম্প ও গাইনী ক্যাম্পের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদানের সংবাদও উপস্থাপিত হয়েছে বুলেটিনে। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংবাদসমূহের মধ্যে রয়েছে আইডিএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচি কর্তৃক আয়োজিত ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন, এবং চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মী কল্যাণ তহবিল মঞ্জুরী কমিটির ৫১তম সভায় সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিকিৎসা ব্যয়ের জন্য আর্থিক অনুদান অনুমোদন। রিপোর্টিং সময়ে ৪,০৯৬ জন সদস্যকে টেলিহেলথ সেবা প্রদান করা হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু রোগীর কেস স্টাডি এ সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে যেখানে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত পুরুষ, মহিলা ও শিশু রোগীর চিকিৎসা ও পরবর্তীতে সুস্থ হয়ে উঠার ছবিসহ খবর তুলে ধরা হয়েছে। আইডিএফ তার স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় ২০১৯ সালে টেলিহেলথ সেবা চালু করে, যার মাধ্যমে আইডিএফের কর্ম এলাকার, এমন কি দূরবর্তী প্রত্যন্ত এলাকার সকল রোগীও বাড়ির কাছাকাছি আইডিএফ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র হতে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছ থেকে অতি দ্রুত চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে আসছে।

৮. হালদা নদী কর্মসূচি

হালদা নদী উপমহাদেশের একমাত্র স্বাদুপানির কার্প জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র। তবে পরিবেশ দূষণ, নৌযান চলাচল ও অবৈধ মাছ শিকারের কারণে এ নদীর মা মাছ ও পরিবেশ হুমকির মুখে পড়ে। এ প্রেক্ষাপটে ২০১৬ সাল থেকে আইডিএফ, পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় "হালদা নদীতে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন" প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ, প্রশাসন, মৎস্য বিভাগ, সাংবাদিক, মৎস্যজীবী, কৃষক ও শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে মা মাছ রক্ষা ও নদীকে দূষণমুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। হালদা নদীর উপর গবেষণার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়াও চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার পশ্চিম বিনাজুরিতে ২০২১ সালে "আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" স্থাপন করা হয়। এ কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য হলো হালদা নদীর কার্পজাতীয় মাছের রেণু উৎপাদন, আধুনিক প্রযুক্তিতে ডিম সংগ্রহ ও মাছ উৎপাদনে সেবা প্রদান, গবেষণা জোরদার করা এবং দেশব্যাপী হালদার পোনা ও মাছের ব্র্যান্ডিং নিশ্চিত করা। কেন্দ্রটি গবেষণা, প্রশিক্ষণ, সচেতনতা কার্যক্রম ও জাতীয়-আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। হালদা নদীর পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি এটি প্রাণীসম্পদ ও মৎস্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল।

৮.১ মাননীয় মুখ্য সচিবের হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরি পরিদর্শন

আইডিএফ ও পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরি পরিদর্শন করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার মূখ্য সচিব জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন মিয়া। গত ০৪.০১.২০২৫ তারিখ হালদার রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরির সমন্বয়ক ড. মোঃ মনজুরুল কিবরিয়ার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইডিএফের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম। এ সময় ড. কিবরিয়া হালদা নদী সংরক্ষণে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। প্রধান অতিথি হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরীকে বাংলাদেশে নদী রক্ষার একটি মডেল উল্লেখ করে এই ল্যাবের সার্বিক কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রফেসর শহিদুল আমিন চৌধুরী, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোঃ আতিয়ার রহমান, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আল-আমিন, প্রক্টর প্রফেসর ড. তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফ, সাবেক ডিন প্রফেসর ড. মো. শফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন) শারমিন জাহান, হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ বি এম মশিউজ্জামানসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

৮.২ IFAD মিশনের হালদা নদী তীরবর্তী অঞ্চলের নিরাপদ মৎস্য প্রকল্প পরিদর্শন

জাতিসংঘের অন্যতম কৃষিভিত্তিত প্রতিষ্ঠান IFAD থেকে এর উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল ২৬.০১.২০২৫ তারিখ হালদা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের আইডিএফ'র নিরাপদ মৎস্য প্রকল্প (আরএমটিপি) এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নকৃত কর্ম এলাকার (ফটিকছড়ি, হাটহাজারি, রাউজান ও বোয়ালখালী) উপজেলার উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন। আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (IFAD)-এর প্রতিনিধি দল প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করে প্রকল্পের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রতিনিধি দলটিতে ছিলেন IFAD-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর, অফিস অফ টেকনিক্যাল ডেলিভারি, পিটারনাল বুগার্ড; ডিরেক্টর, সাসটেইনেবল প্রোডাকশন, মার্কেটস অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনস ডিভিশন, নাইজেল ব্রেট এবং ইফাদ বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. ভ্যালেনটাইন আচানচো ও প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী নাবিল রহমান। পরিদর্শনকালে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

৮.৩ গবেষণা ও ইনোভেশন ফেস্টিভাল ২০২৫-এ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরির সাফল্য

"গবেষণা ও উদ্ভাবনে আগামীর চট্টগ্রাম" শিরোনামে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় "গবেষণা ও ইনোভেশন ফেস্টিভাল ২০২৫"। উৎসবটি আয়োজন করে জামাল নজরুল ইসলাম গণিত ও ভৌত বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র এবং এ. এফ. মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশন। এতে চট্টগ্রাম বিভাগের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ মোট ১২৭টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। সার্বিক সহযোগিতায় ছিল চিটাগাং ইউনিভার্সিটি রিসার্চ অ্যান্ড হায়ার স্টাডি সোসাইটি (CURHS)। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন অন্তবর্তীকালীন সরকারের বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা, বিশিষ্ট পরিবেশবিদ সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. ইয়াহিয়া আখতার। এবারের ফেস্টিভালে হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার অর্জন করেছে — Jamal Nazrul Islam Research Excellence Award (Best Innovation ২০২৩-২০২৪), বেস্ট স্টল অ্যাওয়ার্ড এবং পোস্টার প্রেজেন্টেশন প্রতিযোগিতা। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, 'Jamal Nazrul Islam Research Excellence Award' অর্জন গবেষকদের জন্য এক গৌরবময় স্বীকৃতি। গবেষণা কার্যক্রমের আর্থিক ও সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রদান করেন ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)। শিক্ষার্থীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ল্যাব টিমের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণকারী ১২৭টি স্টলের মধ্যে 'বেস্ট স্টল অ্যাওয়ার্ড' অর্জন এই সফলতার আনন্দকে আরো উজ্জ্বল করেছে। ভবিষ্যতেও হালদা নদী ও পরিবেশ গবেষণায় এ ধরনের উদ্ভাবনী কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরীর কো-অর্ডিনেটর প্রফেসর ড. মোঃ মনজুরুল কিবরিয়া।

৮.৪ হালদা নদীতে "মৎস্য হেরিটেজ" বাস্তবায়ন কমিটির সভা ২০২৫

প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদীর প্রজনন মৌসুমকে সামনে রেখে "মৎস্য হেরিটেজ" বাস্তবায়ন কমিটির সভা বিগত ২ মার্চ, ২০২৫ তারিখ চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব ফরিদা খানম, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম। সভায় পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, নৌযান নিয়ন্ত্রণ, দূষণ প্রতিরোধ, রাবার ড্যামের প্রভাব এবং উজানে তামাকচাষ বন্ধসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। আইডিএফ-এর পক্ষে প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব মাহমুদুল হাসান হালদা নদী সংরক্ষণে চলমান কার্যক্রম, গবেষণা ও ভবিষ্যৎ করণীয় উপস্থাপন করেন। তিনি বিশেষভাবে উজানে তামাকচাষ বন্ধে বিকল্প জীবিকায়নের উদ্যোগ এবং অবৈধ জাল ও শিকার রোধে নিয়মিত অভিযান ও সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেন। এ সময় আইডি-এফ-পিকেএসএফ'র যৌথ গবেষণায় হালদার প্রাকৃতিক পোনা ও কৃত্রিম হ্যাচারি পোনার জিনোম পার্থক্য নির্ণয়ের সাফল্য তুলে ধরা হয়। জিনোম কিট উদ্ভাবনের মাধ্যমে এ পার্থক্য সনাক্তকরণ ভবিষ্যতে হালদার মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও হ্যাচারি পোনার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভায় উপস্থিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও গবেষকগণ এই উদ্ভাবনকে সময়োপযোগী এবং হালদা নদীর সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ বলে মত প্রকাশ করেন।

৮.৫ চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারের আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও হালদা নদী পরিদর্শন

গত ২৭ মার্চ ২০২৫ তারিখ চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দিন হালদা নদী ও আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এ সময় আইডিএফ'র নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম হালদা নদীকেন্দ্রিক আইডিএফ-এর চলমান গবেষণা, হ্যাচারি, সংরক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেন। বিভাগীয় কমিশনার হ্যাচারির কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং নয়াহাটকুম এলাকায় স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় অংশ নেন। পরে পশ্চিম গহিরায় মা মাছ অবমুক্তকরণ এবং সত্তারঘাট এলাকায় নদীর প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি হালদা নদীর পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রজনন কার্যক্রমকে আরও উন্নত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। পরিদর্শনকালে আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরির কো-অর্ডিনেটর প্রফেসর ড. মনজুরুল কিবরীয়া, চট্টগ্রাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব শ্রীবাস চন্দ্র চন্দ, হালদা প্রকল্পের পরিচালক জনাব মিজানুর রহমান, হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দ ও আইডিএফ -এর প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব আবু নাছের কিরন, তারেকুল ইসলাম তারেক, নুরুল হাকিম, ফয়েজ রাব্বানিসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

৮.৬ ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. হারুন অর রশীদের হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন

আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গত ০৬.০১.২০২৫ ইং তারিখ পরিদর্শনে আসেন আমেরিকার হেন্ডারসন স্টেট ইউনিভার্সিটি ও আরকানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটির ইমেরিটাস অধ্যাপক ডক্টর হারুন অর রশীদ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর শহীদুল আমিন চৌধুরী। পরিদর্শনকালে তাঁরা হালদা নদী সংলগ্ন হ্যাচারির বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন। এসময় ব্রুড মাছ সংরক্ষণে আইডিএফ-এর ভূমিকা, হালদা নদী হতে ডিম সংগ্রহ ও রেনু উৎপাদন, হ্যাচারির মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা, প্রাণিসম্পদ কার্যক্রম এবং গবেষণামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তাঁদের এসব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেন। তাঁদের সামনে হালদা নদীর অনন্য জীববৈচিত্র্য, মা মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ব্যবস্থা এবং আইডিএফ হালদা প্রকল্পের বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরা হয়। বিশেষভাবে ব্রুড মাছের সুরক্ষা, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ এবং হ্যাচারির অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরিদর্শন শেষে ড. হারুন অর রশীদ কেন্দ্রের চলমান কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং হ্যাচারির উন্নয়নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি প্রাকৃতিক ডিম হতে রেনু উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও গবেষণাভিত্তিক করার পরামর্শ দেন। পরিশেষে, তিনি আশা প্রকাশ করেন যে আইডিএফ হালদা প্রকল্পের উদ্যোগসমূহ আরও আধুনিকায়ন ও গতিশীলতায় সহায়ক হবে এবং ভবিষ্যতে হালদা নদী সংরক্ষণ ও মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে পথনির্দেশক হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

৮.৭ হালদা নদীর মাছের ডিম ও রেনুপোনার পরিমাণ নির্ণয় কর্মশালা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটির উদ্যোগে হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে মাছের ডিম ও রেনুপোনার পরিমাণ নির্ণয় সংক্রান্ত একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রফেসর ড. মনজুরুল কিবরীয়ার উপস্থাপনা ও সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা শ্রীবাস চন্দ্র চন্দ, রাউজান উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন, হাটহাজারী উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রভাষক মোঃ শামছিল আরেফিন, আইডিএফ-এর মৎস্য কর্মকর্তা মো. আব্দুল্লাহ নুর সুজন, ডিম সংগ্রহকারী কামাল উদ্দিন সওদাগর এবং হালদা রিসার্চ ল্যাবরেটরির শিক্ষার্থীবৃন্দ। কর্মশালায় মূলত মাছের ডিম ও রেনুপোনার পরিমাণ নির্ণয় পদ্ধতি প্রদর্শন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৮.৮ হালদা নদীতে মা মাছের ডিম সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন

চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী হালদা নদীতে ৩০ মে ২০২৫ রাতে ডিম সংগ্রহ করা হয়েছে। অনুকূল পরিবেশে মা মাছ প্রচুর ডিম ছাড়লে স্থানীয় ডিম সংগ্রাহকরা বাশের ভেলা ও নৌকা ব্যবহার করে ডিম সংগ্রহ করেন। উক্ত কার্যক্রমে স্থানীয় প্রশাসন, হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরি, আইডিএফ এবং মৎস্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রাথমিক হিসেবে প্রায় ১৪,০০০ কেজি ডিম সংগ্রহ করা হয়, যা হ্যাচারিতে স্থানান্তর করে নিষিক্তকরণ ও রেণু উৎপাদনের কার্যক্রম শুরু করা হয়। একই সাথে ডিমের গুণগত মান যাচাই ও মা মাছের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। মা মাছের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও কার্যক্রমের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রশাসন ও স্থানীয় সংগঠনসমূহের সমন্বয়ে সার্বক্ষণিক মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে। হালদা নদীর প্রাকৃতিক প্রজনন কার্যক্রম সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা প্রশংসনীয়।

৮.৯ হ্যাচারিতে হালদা নদীর ডিম থেকে রেনু উৎপাদন

মৎস্য হেরিটেজ খ্যাত হালদা নদী থেকে প্রতিবছর প্রায় আড়াই হাজারের বেশী ডিম সংগ্রহকারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ডিম সংগ্রহ করে থাকে। ডিম ফুটানোর জন্য স্থানীয়রা সনাতন পদ্ধতিতে মাটির কুয়া বা সরকারি ও বেসরকারী হ্যাচারি ব্যবহার করেন। আইডিএফ হালদা হ্যাচারিতে প্রতিবছর নির্দিষ্ট ডিম সংগ্রাহকদের আবেদনের ভিত্তিতে রেনু উৎপাদনের জন্য ট্যাংক বরাদ্দ দেওয়া হয়। এপ্রিল থেকে জুন মাসের অমাবস্যা বা পূর্ণিমা তিথিতে রুই, কাতলা, মৃগেল ও কালিবাউশ মাছের নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করে বরাদ্দকৃত হ্যাচারিতে ডিম ফুটানোর কার্যক্রম শুরু হয়। এই সময়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা এবং পরিচর্যার মাধ্যমে ডিম ফুটানো হয় এবং অন্য উৎসের পোনার সংমিশ্রণ এড়াতে হ্যাচারির লোকবল ও সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নজরদারি করা হয়। ২০২৫ সালে ৮টি গ্রুপের ১৭টি নৌকা থেকে মোট ৯৬০ কেজি ডিম সংগ্রহ করে হ্যাচারিতে রেনু উৎপাদনের জন্য স্থানান্তর করা হয়েছে। এই কার্যক্রম হালদা নদীর প্রাকৃতিক প্রজনন সংরক্ষণ ও মাছের প্রজাতি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৮.১০ হ্যাচারিতে প্রাণিসম্পদ কার্যক্রম-আরসিসি গরু পালন ও হাঁস-মুরগি খামার

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গবাদিপশু পালন একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত, যা কৃষিখাতের আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ জোগান দেয়। বর্তমানে কৃষি উৎপাদনে পশুসম্পদের অবদান প্রায় ১৬.৫২%, যা দারিদ্র্য দূরীকরণ ও পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই খাতকে সমৃদ্ধ করতে আইডিএফ হালদা হ্যাচারিতে গবাদিপশু পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের ঐতিহ্যবাহী ও সুদর্শন গরুর জাত রেড চিটাগাং ক্যাটেল (আরসিসি) সংরক্ষণ ও বিস্তারের লক্ষ্যে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ৬টি গরু ক্রয় করে পালন করা শুরু হয়েছে। এই জাত সহজে প্রতিকূল পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারে এবং সাধারণ ব্যবস্থাপনায়ও ভালো ফল দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে, এ জাতের গর্ভধারণের হার বেশি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী, দুধে চর্বির পরিমাণ বেশি এবং

খামার পর্যায়ে এটি লাভজনক। সাধারণত প্রতিটি আরসিসি গাভী দৈনিক ২.২ থেকে ২.৮ কেজি দুধ দেয়। গাভী শেডের পাশে স্থাপিত চারটি ভার্মি কম্পোস্ট হাউজ থেকে প্রতিচক্রে প্রায় ১৫০ কেজি কেঁচো সার উৎপাদন হচ্ছে।

এছাড়া, প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে হ্যাচারিতে হাঁস ও মুরগির জন্য একটি আধুনিক শেড নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে একসাথে ২০০টি হাঁস ও ১০০টি মুরগি পালন করা যায়। বর্তমানে সেখান থেকে প্রতিদিন ৫০টির বেশি ডিম উৎপাদনের লক্ষ্যে কাজ চলছে। পাশাপাশি, ডিম থেকে নিয়মিত বাচ্চা উৎপাদনের জন্য ইনকিউবেটর স্থাপন করা হয়েছে, যা হাঁস-মুরগি খামারকে আরও টেকসই করছে।

৮.১১ আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মৎস্য চাষ কার্যক্রম

আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের পর থেকে মৎস্য চাষ কার্যক্রম শুরু হয়েছে, যা পরিবেশ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে পরিচালিত হচ্ছে। চাষ পদ্ধতিতে উন্নত খামার ব্যবস্থাপনা, পোনার মান, খাদ্য ও পানির গুণগত মান, মৎস্য আহরণ এবং আহরণোত্তর পরিচর্যা, পাশাপাশি পরিবহন ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে দুইটি পুকুরে মাছ চাষ কার্যক্রম শুরু করলেও বর্তমানে মোট ছয়টি পুকুরে মৎস্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যার মধ্যে একটিতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মাছ চাষের প্রজাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস, গ্রাসকার্প, মনোসেক্স তেলাপিয়া, সরপুঁটি, মলা, চিংড়ি এবং হালদা উৎসের রেনু। পুকুরভিত্তিক এই মাছ চাষ কেন্দ্রটি পরিবেশ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং স্থানীয় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৯. নিরাপদ মৎস্য এবং মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ উপ-প্রকল্প

বাংলাদেশ মৎস্য উৎপাদনে শীর্ষ অবস্থানে থাকলেও নিরাপদ ও ভ্যালু-অ্যাডেড মৎস্যপণ্য উৎপাদনে এখনো পিছিয়ে। রোগাক্রান্ত পোনা, দূষিত পানি, নিষিদ্ধ রাসায়নিক, নিম্নমানের খাদ্য ও পরিবেশগত সমস্যার কারণে উৎপাদিত মাছ নিরাপদ নয়। এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় উত্তম চাষপদ্ধতি, আহরণোত্তর ব্যবস্থাপনা, ট্রেসিবিলিটি, স্বাস্থ্যবিধি ও মান নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন অপরিহার্য। এই লক্ষ্য পূরণে পিকেএসএফ-এর উদ্যোগে RMTP প্রকল্পের আওতায়, ইফাদ ও ড্যানিডার সহযোগিতায় আইডিএফ ২০২৩ সালে "নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ" উপ-প্রকল্প গ্রহণ করে। উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত হাটহাজারী, রাউজান, বোয়ালখালী ও ফটিকছড়ি উপজেলায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্য চাষী পরিবার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পারিবারিক পুষ্টি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উক্ত উপ-প্রকল্পের আওতায় জানুয়ারি থেকে জুন ২০২৫ সময়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল।

৯.১ IFAD এর প্রতিনিধি দলের আইডিএফ'র নিরাপদ মৎস্য কার্যক্রম পরিদর্শন

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল International Fund for Agricultural Development (IFAD) এর একটি প্রতিনিধি দল বিগত ২৬ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে চট্টগ্রাম জেলায় IDF কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্য পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন IFAD -এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর, অফিস অফ টেকনিক্যাল ডেলিভারি, পিটারনাল বুগার্ড (Pieternel Boogaard); ডিরেক্টর, সাসটেইনেবল প্রোডাকশন, মার্কেটস অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনস ডিভিশন, নাইজেল ব্রেট (Nigel Brett), ইফাদ বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. ভ্যালেন্টাইন আচানচো (Valantine Achancho) ও প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী নাবিল রহমান (Nabil Rahaman)। পরিদর্শনকালে পিকেএসএফ ও আইডিএফ-এর কর্মকর্তারা ভ্যালু চেইন ম্যাপের মাধ্যমে প্রকল্পের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। প্রতিনিধি দল স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে আলোচনা করেন এবং উদ্যোক্তাদের মতামত গ্রহণ করেন। বিশেষ করে প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র হালদা নদীর নিষিক্ত ডিম থেকে রেণু উৎপাদনের জন্য মিনি হ্যাচারি স্থাপন, পুকুরে আইওটি-ভিত্তিক এয়ারেটর ও পানির মান পর্যবেক্ষণ প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব মাছ উৎপাদন কার্যক্রম প্রতিনিধি দলকে গভীরভাবে অভিভূত করে এবং প্রকল্প কার্যক্রমে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ'র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপ-মহাব্যবস্থাপক মোঃ হাবিবুর রহমান, আইডিএফ'র উপ-নির্বাহী পরিচালক মোঃ নিজাম

উদ্দিন এবং ভিসিএফ মাহমুদুল হাসান প্রমুখ। পরিদর্শনে প্রাপ্ত ফলাফলে তাঁরা পিকেএসএফ ও আইডিএফ সংস্থার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন। যা পিকেএসএফ এর অনলাইন পোর্টালে প্রকাশ করা হয়: (https://pksf.org.bd/ifad-delegation-expresses.../ এবং https://web.facebook. com/share/p/1CHCpD6hQG/)।

৯.২ মাটিরাঙ্গায় HACCP Protocol, BAP, GMP, Global GAP ও Certification Process বিষয়ে প্রশিক্ষণ

পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় অবস্থিত আইডিএফ ইনোভেশন হাবের ট্রেনিং সেন্টারে ৭-৮ মে ২০২৫ তারিখে দুই দিনব্যাপী "ToT on HACCP Protocol, BAP, GMP, Global GAP & Certification Process" শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণটি আয়োজন করে আইডিএফ। বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা থেকে আগত মৎস্য কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, প্রাইভেট সেক্টরের টেকনিক্যাল অফিসার এবং CCDA, SOPIRET ও আইডিএফ-এর কর্মকর্তাসহ মোট ২৬ জন অংশগ্রহণকারীকে আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান Intertek Bangladesh এর সার্টিফিকেশন ম্যানেজার মোঃ আনিসুর রহমান। প্রশিক্ষণে মৎস্য ও মৎস্যজাতপণ্য প্রক্রিয়াজতকরণের জন্য HACCP Protocol, GMP এবং মৎস্য চাষে BAP, Global GAP বিষয়ে প্রাণবন্ত প্রেজেন্টেশন, অংশগ্রহণকারীদের গ্রুপ ওয়ার্ক, প্রশ্নোত্তর আলোচনা, ট্রেনিং গেম এবং বিভিন্ন মূল্যায়নের মাধ্যমে অত্যন্ত সহজ ও সাবলীলভাবে পরিচালনা করেন। এছাড়া দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে মৎস্য ও মৎস্যজাতপণ্য বাজারজাতকরণের জন্য Certification Process নিয়ে আলোচনা করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন পঙ্কজ কুন্ডু (ভ্যালু চেইন প্রজেক্ট ম্যানেজার, পিকেএসএফ), ডঃ রাজু আহমেদ (জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি) এবং মোঃ ফয়সাল আজম (জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নরসিংদী। সর্বোপরি প্রশিক্ষণটি মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন (ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক, আইডিএফ) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

৯.৩ মৎস্য চাষে এয়ারেটর সহায়তা ও উপকারিতা

এয়ারেটর হলো একটি অক্সিজেন উৎপাদনকারী যন্ত্র, যা মোটর চালিত পাখার মাধ্যমে পানি ও বাতাস মিশিয়ে পুকুরে অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি করে এবং আধুনিক মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলে। এর ফলে অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ সম্ভব হয়, পানির গুণাগুণ বজায় থাকে, অ্যামোনিয়াসহ ক্ষতিকর গ্যাস হ্রাস পায় এবং মাছের রোগ-ব্যাধি কমে যায়। পাশাপাশি খাদ্য ও ঔষধের খরচ কমে, মাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং সারাবছর স্বাভাবিক বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। ইতোমধ্যে আইডিএফ ও পিকেএসএফ-এর সহায়তায় ৩৮ জন মৎস্যচাষিকে এয়ারেটর প্রদান করা হয়েছে। ফলে তারা পূর্বের তুলনায় বেশি ঘনত্বে মাছ চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। স্থানীয় অন্যান্য চাষিরাও এ সুবিধা দেখে উৎসাহিত হচ্ছেন এবং নিজেদের খামারে এয়ারেটর ব্যবহার করতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। এ বিষয়ে একটি তথ্যভিত্তিক ভিডিও ডকুমেন্টারি দেখতে ভিজিট করুন: https://web.facebook.com/share/v/16gw7H2Sty/

৯.৪ রেডি-টু-ইট মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন

চট্টগ্রাম শহরের প্রবেশদ্বার একেখান এ অবস্থিত "ইয়াম্মি রেডি ফুড" যা ঘরোয়া পরিবেশে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে ফিশ ফিংগার, ফিশ বল, ফিশ সিঙ্গারা ও অন্যান্য নাস্তা জাতীয় খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি সিলভারকার্প, পাঙ্গাস, তেলাপিয়া ও কম মূল্যের সামুদ্রিক মাছ ব্যবহার করে স্বল্পমূল্যে পণ্য তৈরি করছে, যা শিশুদের পুষ্টির চাহিদা পূরণে এবং মৎস্যচাষিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক। প্রতিষ্ঠানটির প্রোপাইটার জনাব তানজিমুল হক লতিফি জানান, আইডিএফ ও পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা গ্রহণের পর স্বাস্থ্যকর পরিবেশে রেডি-টু-ইট পণ্য উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। প্রস্তুত প্রক্রিয়াটি ধাপে ধাপে পরিচালিত হয়: মাছ সংগ্রহ, ধৌত ও ড্রেসিং, কাটা ও পুনঃধৌত, কিমা তৈরি, মসলা মিশিয়ে আকার প্রদান, ব্যাটার ও ব্রেডিং, পরিমাপ, প্যাকেজিং, ফ্রিজিং, ফ্রাই করা এবং বাজারজাতকরণ। প্রস্তুতকৃত পণ্য সুপারশপ, হোটেল ও ঘরে সরাসরি বা অনলাইনের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। এই উদ্যোগের একটি তথ্যভিত্তিক ভিডিও ডকুমেন্টারি তৈরি করা হয়েছে, যা দেখা ও অর্ডার করতে ভিজিট করুন: www.facebook.com/yummyreadyfood

১০. সমৃদ্ধি কর্মসূচি

সমৃদ্ধি কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো দরিদ্র পরিবারগুলোর সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়তা করা। পিকেএসএফ ২০১০ সালে কর্মসূচিটি শুরু করলেও আইডিএফ ২০১২ সাল থেকে এটি বাস্তবায়ন করে আসছে। গত ১৪ বছরে কর্মসূচিটি প্রকল্প এলাকার দরিদ্র মানুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ২০১৬ সালে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং ২০১৯ সালে কৈশোর কর্মসূচি যুক্ত হওয়ার পর তা পরিবার ও কমিউনিটিতে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। কর্মসূচির সফলতা ও টেকসই সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে ২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে এই দুটি কার্যক্রম সমন্বিতভাবে নতুন এলাকায় সম্প্রসারিত হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হলো মানব সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তিনটি প্ল্যাটফর্ম-কৈশোর, যুব উন্নয়ন ও প্রবীণ-এর আওতায় কর্মসূচিকে টেকসইভাবে পরিচালনা, স্বেচ্ছাসেবা ও জনসেবামূলক উদ্যোগসমূহকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করা, সদস্যদের ক্ষমতায়ন এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলা। বিগত জানুয়ারি-জুন ২০২৫ সময়ে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রমের সংবাদ এ সংখ্যায় তুলে ধরা হল:

১০.১ শিক্ষা কার্যক্রম

সমৃদ্ধিভুক্ত উপজেলা সমূহের সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে ২টি করে শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র রয়েছে। বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র পরিবারের শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। এর অন্যতম কারণ, দরিদ্র পরিবারের শিশুদের পিতা-মাতার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব। এছাড়াও আর্থিক সঙ্গতি কম থাকায় "প্রাইভেট টিউটর" নিয়োগ দিতে পারেন না। এই কারণে সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় বৈকালিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিশু শ্রেণী, প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের পড়া তৈরিতে সহায়তা করা হয়। বর্তমানে আইডিএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ১,৬৩১ জন শিক্ষার্থীকে পাঠদান করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রতিটি কেন্দ্রের শিক্ষার্থীগণের অভিভাবকের নিয়ে "অভিভাবক কমিটি" গঠন করা হয়েছে। অভিভাবক কমিটি সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের মানসম্মত পড়ালেখা নিশ্চিত করতে সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষককে সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করছেন। প্রতি মাসে এই কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১০.২ স্বাস্থ্য কার্যক্রম

১০.২.১ উঠান বৈঠক: স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির একটি কার্যকর উদ্যোগ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এসব বৈঠক পরিচালনা করেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ, যেখানে ঋতুভিত্তিক সাধারণ রোগব্যাধি, গর্ভবতী মা ও নবজাতকের সুরক্ষা, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা নিয়ে আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক স্বাস্থ্য পরিদর্শক মাসে গড়ে ৪টি উঠান বৈঠকের আয়োজন করে থাকেন, যেখানে প্রতিবার ১৫-২০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। প্রধানত নারী সদস্যরাই এসব বৈঠকে সক্রিয় থাকেন। জানুয়ারি থেকে জুন ২০২৫ সময়কালে মোট ৬১৩টি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা তৃণমূল জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে আগ্রহ সৃষ্টি করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

১০.২.২ স্ট্যাটিক ক্লিনিক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক

স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মূল কাজ হল ক্লিনিক বা হাসপাতাল থেকে দূরে বসবাসরত রোগীদের সেবা প্রদান করা। হতদরিদ্র, অসহায়, সুবিধা বঞ্চিত মানুষ যারা টাকার অভাবে/অসচেতনতার কারণে উপজেলা অথবা জেলা পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারে না তারাই মূলত এখানকার সেবা গ্রহণকারী। প্রতিদিন বিকাল ৩.০০ ঘটিকা হতে ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত এই ক্লিনিকের আয়োজন করা হয়। প্রতিটি স্ট্যাটিক ক্লিনিকে ১ জন সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং ২-৩ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক উপস্থিত থাকেন। স্ট্যাটিক ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে মহিলা ও শিশু রোগী বেশী। জানুয়ারি'২৫ হতে জুন'২৫ এই ৬ মাসে সমৃদ্ধি ৪ টি উপজেলায় ৩৬৬ টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে ৪১৭৩ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়। অপরদিকে স্যাটেলাইট ক্লিনিক হল ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র

যেখানে দূর-দূরান্ত থেকে আসা রোগীদের সেবা প্রদান করা হয়। একজন এমবিবিএস ডাক্তার এ ক্লিনিকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকেন। স্ট্যাটিক ক্লিনিকের তালিকাভূক্ত রোগীসহ সব ধরণের রোগীর চিকিৎসা সেবা স্যাটেলাইট ক্লিনিকে প্রদান করা হয়। সমৃদ্ধিভুক্ত ৪ টি উপজেলায় ৪৮ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ১৪৩৬ জন রোগীকে বিনা মূল্যে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

১০.২.৩ সাধারণ স্বাস্থ্য ক্যাম্প

স্বাস্থ্য সেবাকে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়াই হল স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মূল কাজ। এরই ধারাবাহিকতায় আইডিএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় দিন ব্যাপী ফ্রি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে ২ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য পরামর্শের পাশাপাশি ফ্রি ঔষধ বিতরণ করা হয়। এই অর্থবছরে সমৃদ্ধিভুক্ত ৪টি উপজেলায় ৮টি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় এবং ১০৬০ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ প্রদান করা হয়।

১০.২.৪ চক্ষু ক্যাম্প ও ছানি অপারেশন

আইডিএফ এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাধীন উপজেলাসমূহে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ৪ টি ফ্রি চক্ষু ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রাম লায়ন্স হসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা রোগীদের চক্ষু সেবা ও ঔষধ বিতরণ করা হয়। ৪টি ইউনিয়নে মোট ৪৩৬ জন রোগীকে চক্ষু সেবা প্রদান করা হয়, এর মধ্যে ৩৬ জনের চোখের ছানী অপারেশন করানো হয়।

১০.৩ কৈশোর কর্মসূচির সামাজিক ও স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং সফট স্কিল ও নেতৃত্ব উন্নয়ন কার্যক্রম

কৈশোর কর্মসূচির আওতায় কিশোর-কিশোরীদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক, সফট স্কিল এবং নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। ক্লাবসমূহের মেন্টর, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের জীবন দক্ষতা, নৈতিক শিক্ষা, শিশু সুরক্ষা ও লালন-পালন, জেন্ডার সমতা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, মানববৈচিত্র্য, তথ্য প্রযুক্তি, জরুরি অবস্থা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। বিশেষভাবে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, ইভটিজিং ও মাদকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি, নারী, শিশু ও প্রবীণবান্ধব পরিবার গঠনের প্রচার এবং পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি, শুদ্ধ উচ্চারণ, কবিতা আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক দক্ষতা ও সফট স্কিল উন্নয়নে বাৎসরিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং ওয়ার্ড ক্লাবসমূহকে একদিনের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। নেতৃত্ব বিকাশের অংশ হিসেবে ক্লাব গঠন, নেতৃত্ব নির্বাচন, গণতান্ত্রিক চর্চা, দলীয় মনোভাব এবং দায়িত্ব হস্তান্তর প্রক্রিয়া শেখানোর মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া হয়, যাতে তারা ভবিষ্যতে আত্মবিশ্বাসী ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়।

১০.৪ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় যুব, শিক্ষক ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুব সমাজ, শিক্ষক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করা। যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় যুব ক্লাব গঠন, সম্মাননা প্রদান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নেতৃত্ব বিকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর অংশ হিসেবে জানুয়ারি থেকে জুন ২০২৫ সময়কালে ৪০০ জন যুবকে 'সামাজিক স্বেচ্ছাসেবা, নেতৃত্ব ও সম্প্রীতি উন্নয়ন' শীর্ষক একদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিশুদের ঝরে পড়া রোধে এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। এই প্রশিক্ষণে উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে সরকার স্বীকৃত মাস্টার ট্রেইনাররা বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে ৭২ জন শিক্ষককে দুই দিনব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

এছাড়া, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করে তোলার লক্ষ্যে ৪টি উপজেলার ৩৬ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শককে একদিনব্যাপী "স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক" প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যা তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১০.৫ শ্রেষ্ঠ প্রবীণ, সন্তান ও যুব সম্মাননা: দায়িত্বশীলতা ও সামাজিক মূল্যবোধের স্বীকৃতি

আইডিএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাধীন ৪টি ইউনিয়নে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা ব্যক্তি ও তরুণদের সম্মানিত করতে একটি বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০ জন প্রবীণকে শ্রেষ্ঠ প্রবীণ, ২০ জন সন্তানকে শ্রেষ্ঠ সন্তান, ২০ জন যুবককে শ্রেষ্ঠ যুবক এবং ২০ জন যুবতীকে শ্রেষ্ঠ যুবতী হিসেবে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন কমিটির যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিক দায়বদ্ধতা, দায়িত্বশীলতা, পারিবারিক সহমর্মিতা ও কমিউনিটিতে ইতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ সম্মাননা কর্মসূচি তরুণ প্রজন্মকে পরিবার, সমাজ ও জাতির প্রতি দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলার পাশাপাশি প্রবীণদের অবদানের স্বীকৃতির মাধ্যমে একটি শ্রদ্ধাবোধপূর্ণ সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে।

১০.৬ মিনি ম্যারাথন আয়োজন: শারীরিক সুস্থতা ও ফিটনেস সচেতনতার উদ্যোগ

শারীরিক সুস্থতা ও ফিটনেস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ৪টি উপজেলায় মিনি ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়, যেখানে অংশগ্রহণ করে কৈশোর ক্লাবের সদস্যরা। এই ম্যারাথন কেবল একটি দৌড় প্রতিযোগিতা নয়, বরং কিশোর -কিশোরীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা, শৃঙ্খলা, দলবদ্ধ চেতনা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের মানসিকতা গড়ে তোলার একটি কার্যকর মাধ্যম। এমন আয়োজন তরুণদের সুস্থ জীবনধারায় উদ্বুদ্ধ করে এবং নিয়মিত ব্যায়ামের গুরুত্ব সম্পর্কে বাস্তব অনুধাবনের সুযোগ করে দেয়।

১০.৭ উন্নয়ন মেলা: জনসম্পৃক্ত উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রদর্শনী ও সচেতনতা উদ্যোগ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাভুক্ত উপজেলাসমূহে উন্নয়ন কার্যক্রমের ব্যাপকতা ও জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়। এই মেলায় অংশগ্রহণ করেন কৈশোর ও যুব ক্লাবের সদস্যরা, শিক্ষক, স্বাস্থ্য পরিদর্শকসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষ। মেলাটি স্থানীয় জনগণের জন্য একটি প্রাণবন্ত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে, যেখানে তারা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতা বিষয়ে নানা উদ্যোগ ঘনিষ্ঠভাবে অবলোকন করতে পারে। মেলায় স্থাপিত বিভিন্ন স্টলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সততা স্টোর, পিঠা উৎসব, অর্গানিক ফল বিক্রয়, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শনী, রক্তের গ্রুপ ও ডায়াবেটিস নির্ণয়, কাউন্সেলিং সেবা, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং স্বল্পমূল্যে স্যানিটারি প্যাড বিতরণ। এসব কার্যক্রম অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি জ্ঞান উন্নয়ন, উদ্যোক্তা মানসিকতা তৈরি এবং সমাজে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

১০.৮ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণী

সমৃদ্ধি কর্মসূচির ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইউনিয়ন পর্যায়ে বাছাই শেষে উপজেলা পর্যায়ে চূড়ান্ত ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে কৈশোর ক্লাবের সদস্যরা অংশগ্রহণ করে এবং বান্দরবান উপজেলার কিশোরী ক্লাবের সদস্যরাও সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। একইসঙ্গে আইডিএফ -সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাধীন ৪টি উপজেলায় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়, যাতে অংশগ্রহণ করে শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, কৈশোর, যুব ও প্রবীণ ক্লাবের সদস্যরা। অংশগ্রহণকারীরা নানা ধরণের ইভেন্টস এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, এবং প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এই আয়োজন তরুণদের মাঝে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং সামাজিক সম্পৃক্ততা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১১. উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবনযাত্রা নিশ্চিতকরণে আইডিএফ এর আরএইচএল প্রকল্প বাস্তবায়ন

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার মানুষের জীবন ও সম্পদের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় উন্নত ও টেকসই বিকল্প জীবিকা নির্বাহের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় এবং Green Climate Fund (GCF) এর অর্থায়নে "Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL)" প্রকল্পটি আইডিএফ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি করা, জলবায়ু-সহনশীল আবাসন নির্মাণে সহায়তা প্রদান করা এবং উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জন্য একটি স্থিতিশীল ও টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা। কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন (কাঁকারা, সুরাজপুর-মানিকপুর, কৈয়ারবিল, লক্ষ্যাচর, বেহুলা মারিকচর, বামো বিলছড়ি, চিরিঙ্গা, ডুলাহাজারা, ফাসিয়াখালী ও হারবাং) এই প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় আইডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহ হলো, জলবায়ু-সহনশীল আবাসন নির্মাণে সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়নে সহায়তা, বিভিন্ন ফলজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ, বসতবাড়িতে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি, এবং জলবায়ু-সহনশীল জীবিকা প্রযুক্তি যেমন: কাকড়া চাষ, গবাদি পশুপালন ইত্যাদি সম্প্রসারণ, জলবায়ু -সহিষ্ণু ছাগল/ভেড়ার মাচা/ঘর নির্মাণে সহায়তা করা।

১২. সংবাদ

১২.১ কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

আইডিএফ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সদস্যদের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের জীবিকায়নে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উপর গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। সংস্থার কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বসত বাড়ির আঙিনায় ও পুকুর পাড়ে সবজি চাষ, শাক সবজির বীজ বিতরণ, জৈব সার তৈরীকরণ, কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও আধুনিক চাষাবাদে উদ্বুদ্ধকরণ, মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, মৎস্যজীবীদের প্রযুক্তিনির্ভর চাষ ব্যবস্থাপনা, গবাদিপশুর কৃমি মুক্তকরণ, প্রাণিসম্পদ এর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, গরু মোটাতাজাকরণ, গবাদিপশুর নিয়মিত টিকা প্রদান, আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, সদস্যদের প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান, প্রদর্শনী খামার স্থাপন, মাঠ দিবস পালন, কর্মশালা অনুষ্ঠান, দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। গত জানুয়ারি-জুন, ২০২৫ সময়ে এ ইউনিটের পরিচালিত কার্যক্রমের কিছু সংবাদ এখানে তুলে ধরা হল।

১২.১.১ প্রান্তিক কৃষকদের উচ্চ ফলনশীল নতুন জাতের ফসল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান

পিকেএসএফ এর অর্থায়নে ও সহযোগিতায় কৃষি খাতের বিভিন্ন প্রযুক্তি তৃণমূল পর্যায়ে কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আইডিএফ কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, কৃষি ইউনিট এর আওতায় কক্সবাজার সদরে ঝিলংজা ইউনিয়নে মাইজ পাড়া গ্রামে বিগত ২১ ও ২২ মে ২০২৫ তারিখে দুই দিনব্যাপী উচ্চ ফলনশীল নতুন জাতের ফসল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ২৫ জন কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তা উপস্থিত ছিলেন। এতে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ জাহিদ হাসান, আইডিএফের কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ আজম-ারুল হক ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ইসমাঈল হোসাইন। এসময় আইডিএফ কক্সবাজার শাখায় নিয়োজিত সহকারী কৃষি কর্মকর্তা সাখাওয়াত হোছাইনসহ সংশ্লিষ্ট আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে উচ্চ ফলনশীল নতুন জাতের ফসল উৎপাদনের প্রযুক্তিগত নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং চাষের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। নানা রোগব্যাধি ও পরিচর্যা বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা হয়। আইডিএফের কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ আজমারুল হক উচ্চ ফলনশীল নতুন ফসলের জাতের চাষাবাদ এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে ফসল চাষে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, কৃষকদের জীবনমান এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে কম খরচে স্বল্প সময়ে অধিক ফসল উৎপাদনের বিকল্প নেই। পাশাপাশি বাজারের স্থানীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে নতুন নতুন জাতের ফসল উৎপাদন করলে স্থানীয় চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি কৃষকরাও অধিক লাভবান হবেন। এক্ষেত্রে কৃষকদের সার, বীজ, কীটনাশক ও অন্যান্ন উপকরণসহ সব ধরণের পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করবে আইডিএফ।

১২.১.২ কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণ

কৃষি ইউনিট (কৃষি খাত) এর আওতায় আইডিএফ কক্সবাজার শাখার উদ্যোগে কৃষকদের মাঝে প্রদর্শনীর কৃষি উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও উপকরণের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ কক্সবাজার শাখার এরিয়া ম্যানেজার জনাব ফারহান উদ্দিন চৌধুরী, মৎস্য কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ হাসান এবং সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব সাখাওয়াত হোছাইন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আইডিএফ কক্সবাজারের এরিয়া ম্যানেজার ফারহান উদ্দিন চৌধুরী। তিনি প্রাপ্ত কৃষি উপকরণগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করে আধুনিক ও উন্নত পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে নিজেদের জীবনমান উন্নয়ন, আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এবং জাতীয় কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অবদান রাখার জন্য কৃষকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, কৃষি হলো দেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড। তাই সঠিক উপায়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হলে শুধু কৃষক পরিবারেরই নয়, বরং পুরো দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে।

১২.১.৩ বসতবাড়ীতে শাক-সবজি চাষ (হোম গার্ডেন)

আইডিএফ কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, রাজশাহী জোনের বিভিন্ন শাখার কেন্দ্রসমূহে “বসতবাড়ীতে শাক-সবজি চাষ (হোম গার্ডেন)” তৈরীর উদ্দেশ্যে সদস্যদের মাঝে শাক-সবজির বীজ বিতরণ করা হয়। সদস্যদের মাঝে বিনামূল্যে শাক-সবজির বীজ যেমন- করলা, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, লাল-শাক, শীম, পালং-শাক, সবুজ শাক ও মূলার বীজ বিতরণ করা হয়। জানুয়ারি-জুন ২৫ সময়ে ৭টি শাখায় ১৭টি হোম গার্ডেন তৈরী করা হয়। এসকল হোম গার্ডেন তৈরীতে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করেন রাজশাহী জোনে কর্মরত কৃষি উন্নয়ন বিভাগের টিমের সদস্যগণ। সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন শাখার শাখাসমূহের শাখা ব্যবস্থাপক এবং সকল সহকর্মীবৃন্দ।

১২.১.৪ সদস্যদের মাঝে উন্নতমানের শাক-সবজির বীজ বিতরণ

কৃষি নির্ভর এ দেশের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রয়োজন উন্নতমানের বীজ ব্যবহার করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এ লক্ষ্যে আইডিএফ কৃষি উন্নয়ন বিভাগ (কৃষি ইউনিট) রাজশাহী অঞ্চলে বিভিন্ন শাখার সার্বিক সহযোগিতায় সদস্যদের মাঝে উন্নতমানের শাক-সবজির বীজ বিতরণ করে। সদস্যদের মাঝে বিনামূল্যে শাক-সবজির বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ০৪টি শাখায় ৭৮৩ জন সদস্যকে মৌসুমী শাক-সবজীর বীজ বিতরণ করা হয়। বিনামূল্যে বীজ পেয়ে সদস্যরা উপকৃত হয়েছেন। দরিদ্র সদস্যদের পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পুরণ এবং বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

১২.১.৫ সমন্বিত মাছ ও আর্টেমিয়া চাষ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

কৃষি ইউনিট (মৎস্য খাত)-এর আওতায় ঈদগাঁও শাখার উদ্যোগে ২৯-৩০ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে দুই দিনব্যাপী "সদস্যদের উন্নত ব্যবস্থাপনায় মাছ চাষ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ" অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সামুদ্রিক মৎস্য কর্মকর্তা জনাব ফারুক হোসেন, সফল খামারী, উৎপাদনকারী সদস্য এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের হাতে কলমে আর্টেমিয়া উৎপাদনের কৌশল শেখানো হয়। মোট ২৫ জন আর্টেমিয়া উৎপাদনকারী সদস্য এ প্রশিক্ষণে অংশ নেন এবং তাদের উৎপাদন ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

১২.১.৬ গ্রীন মাসেল ও ওয়েস্টার চাষ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

কৃষি ইউনিট (মৎস্য খাত) এর আওতায় ঈদগাঁও শাখার অধীনে ৪-৫ মে, ২০২৫ তারিখে ২ দিন ব্যাপী "সদস্যদের উন্নত ব্যবস্থাপনায় মাছ চাষ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নমূলক" প্রশিক্ষণ করানো হয়। রিসোর্স পার্সন হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রামু উপজেলা সামুদ্রিক মৎস্য কর্মকর্তা জনাব ফারুক হোসেন, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি অধ্যাপক, সফল খামারী, উৎপাদনকারী সদস্য ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। উক্ত প্রশিক্ষণে চাষীদের হাতে কলমে গ্রীন মাসেল উৎপাদনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে মোট ২৫ জন গ্রীন মাসেল উৎপাদনকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১২.১.৭ কক্সবাজার শাখায় আঞ্চলিক কারিগরি কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কৃষি ইউনিট (মৎস্য খাত)-এর আওতায় কক্সবাজার শাখার উদ্যোগে জেলা পরিষদ কার্যালয়ে একটি আঞ্চলিক কারিগরি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপক (মৎস্য) জনাব সুজন খান। এছাড়া সামুদ্রিক মৎস্য কর্মকর্তা জনাব আবদুল কুদ্দুস ও জনাব ফারুক হোসেন এবং ফোকাল পার্সন জনাব শাহ আলম উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কক্সবাজার জেলায় আইডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত মেরিকালচার খাতের বিভিন্ন কার্যক্রম প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। এ সময় অংশগ্রহণকারীরা কার্যক্রমের অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন।

১২.১.৮ কক্সবাজারে ফিশ চিপস তৈরিতে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান

কক্সবাজার শাখার উদ্যোগে সৃজনশীল মৎস্য কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ফিশ চিপস তৈরিতে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে বাছাইকৃত দুইজন সদস্যকে পালংকি কন্যার উদ্যোক্তা নাজমা আক্তার রেশমির মাধ্যমে ২৯ মে-৪ জুন ২৫ তারিখ পাচঁদিন ব্যাপী হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে সদস্যদের হাতে কলমে সামুদ্রিক স্বল্পমূল্যের মাছ দিয়ে যেমন: টুনা, পোয়া ইত্যাদি মাছ দিয়ে ফিশ চিপস তৈরি এবং ছোট চিংড়ি দিয়ে বালাচাও তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নির্বাচিত সদস্যদের মৎস্যজাত খাদ্যপ্রস্তুতিতে স্বনির্ভর ও উদ্যোক্তা দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে তাদের পেশাগত এবং ব্যবসায়িক সক্ষমতা উন্নয়নে সহায়ক হবে।

১২.১.৯ ঈদগাঁও শাখায় আর্টেমিয়া ও গ্রীন মাসেল চাষের উপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

ঈদগাঁও শাখার আওতায় বিগত ২৮ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে সফল আর্টেমিয়া চাষীর খামারে আর্টেমিয়া চাষ ও ০৩ মে ২০২৫ তারিখে সফল গ্রীণ মাসেল চাষীর খামারে গ্রীণ মাসেল সম্পর্কিত দুইটি মাঠ দিবস আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সামুদ্রিক মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ ফারুক হোসেন, সফল খামারিগণ এবং অন্যান্য চাষীবৃন্দ। মাঠ দিবসে আর্টেমিয়া চাষে সফলতা অর্জন করা চাষী আবদুশ শুক্কুর এবং গ্রীন মাসেল চাষে সফল চাষী আনোয়ার মিয়া তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। তারা নিজের খামারের আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ চাষের বিভিন্ন কৌশল ও সফলতার গল্প অন্যান্য চাষীদের সামনে তুলে ধরেন।

১২.১.১০ কক্সবাজারে বাজার সংযোগ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কক্সবাজার শাখার আওতায় গ্রীন মাসেল ও সীউইড চাষ থেকে উৎপাদিত পণ্যের বাজার পরিচিতি এবং বাজার সংযোগ বৃদ্ধির কৌশল নিয়ে ২৯ জুন, ২০২৫ তারিখে একটি বাজার সংযোগ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজার সদরের সামুদ্রিক মৎস্য কর্মকর্তা, পাইকার, আড়তদার, সীউইড ও গ্রীন মাসেল চাষীসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। এই কর্মশালার মাধ্যমে চাষীদের সাথে ব্যবসায়ী, আড়তদার ও পাইকারদের সরাসরি সংযোগ (লিংকেজ) স্থাপন করা হয়, যাতে উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারজাত করা যায় এবং চাষীরা তাদের ন্যায্য মূল্য পান।

১২.১.১১ সফল উদ্যোক্তা সম্মাননা পুরস্কার প্রদান

২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষি ইউনিট (মৎস্য খাত)-এর আওতায় বিগত ২৯ জুন ২০২৫ তারিখে সামুদ্রিক শৈবাল ও গ্রীন মাসেল চাষে প্রদর্শনীর সদস্য হিসেবে সফলতা অর্জন এবং মৎস্য খাতে অসামান্য অবদান রাখার জন্য দুইজন তরুণ উদ্যোক্তাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা প্রাপ্ত উদ্যোক্তারা হলেন-কক্সবাজার শাখার সামুদ্রিক শৈবাল চাষী তরুণ উদ্যোক্তা মোঃ গিয়াস উদ্দীন এবং ঈদগাঁও শাখার গ্রীন মাসেল চাষী মুহাম্মদ লোকমান মিয়া। এই সম্মাননা তাদের উদ্যোক্তা হিসেবে অনুপ্রাণিত করবে এবং অন্যান্য চাষীদের মৎস্য খাতে নতুনভাবে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে।

১২.১.১২ প্রযুক্তিভিত্তিক বিলবোর্ড স্থাপন: সামুদ্রিক মাছের চিপস প্রচার ও প্রসার

কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন পয়েন্টে সামুদ্রিক মাছের চিপসের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে চারটি প্রযুক্তিভিত্তিক বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। এই বিলবোর্ডগুলিতে সামুদ্রিক মাছ দিয়ে তৈরিকৃত চিপসের বিভিন্ন গুণাবলী ও স্বাস্থ্যগত উপকারিতা তুলে ধরা হয়েছে। বিলবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে শুধু পণ্য প্রচারই নয়, একই সঙ্গে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা ও স্থানীয় মৎস্যজাত খাদ্যপণ্যের গুরুত্বও তুলে ধরা হয়েছে। এটি কক্সবাজারের ভোক্তাদের মধ্যে সামুদ্রিক মাছের চিপসের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি এবং বাজার প্রসারে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

১২.১.১৩ ব্লু-ইকোনমি সেবা ও পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন

কৃষি ইউনিট (মৎস্য খাত)-এর আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কক্সবাজারের কলাতলীস্থ আইডিএফ ট্রেনিং সেন্টারে একটি "ব্লু-ইকোনমি সেবা ও পরামর্শ কেন্দ্র" স্থাপন করা হয়েছে। এই সেবা কেন্দ্রে সুনীল অর্থনীতির (Blue Economy) সাথে জড়িত চাষীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি আধুনিক চাষপদ্ধতি, উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল এবং বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। তদুপরি, চাষীদের চাষকৃত জায়গার পানির গুণাগুণ যেমন-লবণাক্ততা, পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন (DO) ইত্যাদি পরিমাপ ও বিশ্লেষণ করা হয়, যা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চাষ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সহায়তা করে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের মৎস্যচাষীরা শুধু উৎপাদনশীলতায় নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি টেকসই মৎস্যচর্চায়ও উৎসাহিত হচ্ছেন, যা দেশের ব্লু-ইকোনমি খাতকে আরও শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখবে।

১২.১.১৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব কর্তৃক কক্সবাজারের আইডিএফ ট্রেনিং সেন্টার পরিদর্শন

বিগত ২৩ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে কক্সবাজারের কলাতলীতে অবস্থিত আইডিএফ ট্রেনিং সেন্টার পরিদর্শন করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব জনাব এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া, মিস নাসরিন জাহান, সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, জনাব জহিরুল আলম, নির্বাহী পরিচালক, আইডিএফ এবং জনাব মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন, জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার। এছাড়া এসময় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে সুনীল অর্থনীতি নিয়ে আইডিএফ'র চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন আইডিএফ এর মৎস্য কর্মকর্তা মুহাম্মদ হাসান। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন আইডিএফ এর বান্দরবান যোন এর যোনাল ম্যানেজার জনাব শাহ আলম এবং কক্সবাজার এরিয়ার এরিয়া ব্যবস্থাপক জনাব ফারহান উদ্দীন চৌধুরী।

১২.১.১৫ প্রাণিসম্পদের টিকাদান কর্মসূচি

প্রাণিসম্পদ খাতে প্রতি বছর বিভিন্ন সংক্রামক রোগের কারণে ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। বিশেষ করে তড়কা, গলাফুলা, পিপিআর, ল্যাম্পি স্কিন এবং ক্ষুরারোগের আক্রমণে গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়াসহ বিভিন্ন গবাদিপশুর প্রাণহানি ঘটে। এতে ক্ষুদ্র খামারিরা যারা ২-৪টি গরু-ছাগল লালন-পালন করে তারা আর্থিকভাবে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আইডিএফ এর কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগ, রাজশাহী জোনের আয়োজনে প্রতি মাসে বিভিন্ন কেন্দ্রে সদস্যদের প্রাণিসম্পদকে পিপিআর, গলাফুলা, গোটপক্স, তড়কা, ল্যাম্পি স্কিন ও ক্ষুরা রোগ নামক মারাত্মক রোগ থেকে সুরক্ষার জন্য বিনামূল্যে নিয়মিত টিকাদান কর্মসুচি পালন করে যাচ্ছে। জানুয়ারি-জুন ২৫ সময়ে রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন শাখার কেন্দ্রসমুহে ৪৬৫০টি ছাগল/ভেড়াকে পিপিআর, ১৯৭৩টি ছাগল/ভেড়াকে গলাফুলা ও ৫৭৩টি ছাগল/ভেড়াকে গোটপক্স রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা হয় এবং ১৫৭৮টি গরু/মহিষকে তড়কা ও ১৩৬৫টি গরু/মহিষকে এলএসডি এবং ৯৮৫টি গরু/মহিষকে ক্ষুরারোগ এর টিকা প্রদান করা হয়। এছাড়া ১১৫৫টি হাঁসকে ডাকপ্লেগ এবং ৭৯১টি মুরগকে আরডিভি ও ৩৫৮টি মুরগীর বাচ্চাকে বিসিআরডিভি টিকা প্রদান করা হয়। উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহযোগিতায়, আইডিএফ কৃষি উন্নয়ন বিভাগ উক্ত টিকাদান কর্মসূচি আয়োজন ও বাস্তবায়ন করছে। চলমান টিকাদান কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদকে মারাত্মক সংক্রামক রোগ থেকে প্রতিরোধ করাই কৃষি উন্নয়ন বিভাগের অঙ্গীকার।

১২.২ পরিদর্শন

১২.২.১ নেপালি টীমের আইডিএফ কার্যক্রম পরিদর্শন

বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ও এর বহুমাত্রিক প্রভাব দীর্ঘদিন ধরেই নেপালের ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। সেই আগ্রহ থেকেই তারা বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের উপর অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে এক্সপোজার ভিজিটে আসছেন। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে নেপালের মোট ২৫টি ক্ষুদ্রঋণ সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে ৬টি ব্যাচে সর্বমোট ৭৫ জন প্রতিনিধি বাংলাদেশ সফরে আসেন। প্রত্যেকটি ব্যাচ ঢাকায় পৌঁছালে আইডিএফ কর্তৃপক্ষ তাঁদের আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানায়। এরপর আইডিএফের প্রধান কার্যালয়ে তাঁদের সঙ্গে বৈঠক ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনায় বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সামগ্রিক অবস্থা তুলে ধরা হয় এবং বিশেষভাবে আইডিএফের কার্যক্রম, উদ্ভাবন, সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হয়। শুধু আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ না থেকে, প্রতিটি ব্যাচকে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলে সরেজমিন ভিজিটের সুযোগ করে দেওয়া হয়। সেখানে তাঁরা আইডিএফ, গ্রামীণ ব্যাংক, গ্রামীণ ট্রাস্ট এবং অন্যান্য ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন। মাঠপর্যায়ে গিয়ে সদস্যদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন তাঁদের সফরকে আরও অর্থবহ করে তোলে। আইডিএফ পরিচালিত সমৃদ্ধি কার্যক্রমের মাধ্যমে সদস্যদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নের উদ্যোগ কিভাবে নেওয়া যায়, সেটি তাঁদের কাছে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর মাধ্যমে তাঁরা উপলব্ধি করেন যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি শুধু আর্থিক সেবা নয়, বরং সামগ্রিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের একটি কার্যকর মাধ্যম হতে পারে। এছাড়াও তারা আইডিএফ এর স্বাস্থ্য কার্যক্রমের অধীনে পরিচালিত হেলথ স্পট ও সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন বিভাগের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ ভিজিট কার্যক্রমের সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মাকসুদুর রহমান এবং ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে ছিলেন জনাব মো. শহীদুল ইসলাম।

১২.২.২ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আইডিএফ ইনোভেশন হাব পরিদর্শন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মনজুরুল কিবরীয়ার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একটি দল ১৫-১৬ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখ আইডিএফ ইনোভেশন হাব পরিদর্শন করে। এ সময় আইডিএফ-এর সম্মানিত নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম শিক্ষার্থীদের সাথে প্রকল্প ও বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরিদর্শনের সময় দলের সদস্যরা আইডিএফ-এর ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং সিস্টেম, বায়ো-পেস্টিসাইড ও বায়ো-ফাংগিসাইড ব্যবহার, আরসিসি, গয়াল, ভেড়া, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল এবং পাহাড়ি মুরগি পালনের বিভিন্ন উদ্ভাবনী পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও তথ্য সংগ্রহ করেন। উল্লেখ্য, আইডিএফ ২০০৯ সালে খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার রসুলপুরে আইডিএফ ইনোভেশন হাব প্রতিষ্ঠা করে। এখানে স্থানীয় কৃষকদের জন্য ফলদ ও ঔষধি গাছ, রেড চিটাগং ক্যাটেল, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল, মাছ চাষ, মসলা জাতীয় গাছ, শাক-সবজি, ফুলের বাগান এবং নার্সারি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৪ সালে এখানে জাপানি অনুদানে একটি আবাসিক কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়, যেখানে কৃষকরা গবাদি পশুপালন, উদ্যানচাষ, মৎস্যচাষ এবং হোম গার্ডেনিং-এ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়া কৃষকরা আধুনিক প্রযুক্তি ও আর্থিক সহায়তা গ্রহণের সুযোগ পান, এবং রিফ্রেশার কোর্সের মাধ্যমে আধুনিক কৃষি পদ্ধতির ধারাবাহিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়।

১২.৩ অন্যান্য সংবাদ

১২.৩.১ উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (EDBM)

অগ্রসর ঋণী সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (EDBM) এর গুরুত্ব অপরিসীম। ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ গ্রহণের পূর্বে এবং পরে ঋণ গ্রহীতার এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা অপরিহার্য। অগ্রসর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের মধ্যে এই প্রশিক্ষণের ভূমিকা খুব বেশী। উক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারনা দেওয়া হয়। এর ফলে উদ্যোক্তারা আরও আত্মনির্ভরশীল ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে দক্ষতার উন্নত পর্যায়ে পৌঁছাতে সক্ষম হয় এবং নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠে। সদস্যদেরকে এই প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা তৈরী করা এবং পুরাতন উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করাই হচ্ছে এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। সদস্যাদের পাশাপাশি তাঁদের স্বামীদেরকেও এই প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। প্রশিক্ষণ এর আলোচ্য বিষয়গুলো হলো প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা, জড়তা দূরীকরণ, অভিজ্ঞতা যাচাই, উদ্যোক্তা উন্নয়ন চক্র, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা, বর্তমান আয়ের উৎস ও আয়, প্রস্তাবিত প্রকল্পের পুঁজি, মূলধন জাতীয় পুঁজি, উৎপাদন জাতীয় পুঁজি, বেচা বিক্রির পুঁজি, প্রকল্পের ব্যয় বিশ্লেষণ ও সদস্যদের নিজ নিজ প্রকল্প প্রস্তাব তৈরী। আইডিএফ এর অগ্রসর বিভাগ উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। জানুয়ারি-জুন '২০২৫ সময়ে চট্টগ্রাম জোনের ০৪টি শাখায় ১২০ জনকে ইডিবিএম প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সদস্যরা আগ্রহের সাথে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং হাতে কলমে তাদের নিজ নিজ প্রকল্পের কস্ট এনালাইসিস করেন। উল্লেখ্য যে, আইডিএফ এর সিনিয়র এসিস্টেন্ট কো-অর্ডিনেটর (অগ্রসর ইউনিট) জনাব রাহেনা বেগমের পরিচালনায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের জোনের জোনাল ম্যানেজার জনাব মুহাম্মদ শাহজাহান। এছাড়াও প্রশিক্ষণ প্রদানে অংশগ্রহণ করেন অগ্রসর বিভাগের কর্মকর্তা শিশির ভট্টাচার্য্য এবং আরও উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট এরিয়া ম্যানেজার ও শাখা ব্যবস্থাপকগণ।

১২.৩.২ বোয়ালখালী শাখায় উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান

আইডিএফ অগ্রসর বিভাগ কর্তৃক চট্টগ্রাম যোনের কর্ণফলী এরিয়ার আওতাধীন বোয়ালখালী শাখায় ২০ ও ২১ এপ্রিল'২০২৫ দুই দিন ব্যাপি উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জোনের জোনাল ম্যানেজার জনাব মুহাম্মদ শাহজাহান, অগ্রসর বিভাগের ইউনিট প্রধান জনাব রাহেনা বেগম ও এরিয়া ম্যানেজার জনাব আরিফুল ইসলাম এবং সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক। প্রশিক্ষণে সদস্যা এবং তাঁদের অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন যাদের প্রায় প্রত্যেকে দীর্ঘদিন যাবৎ আইডিএফ এর সাথে জড়িত। উক্ত প্রশিক্ষণে সদস্যাদের উদ্যোগ, উদ্যোক্তা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন চক্র, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, বিপণন ব্যবস্থাপনা, হিসাব ব্যবস্থাপনা, কস্ট এনালাইসিস, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, সঞ্চয় জমা, এফডিএস জমা এবং বিডি ওয়াশের আওতায় সদস্যাদের নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সদস্যারা জানান, আইডিএফ-এর সাথে সম্পৃক্ত থাকার ফলে তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। এজন্য তাঁরা আইডিএফ-এর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

১২.৩.৩ RAISE প্রজেক্টের আওতায় BMED প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

RAISE প্রজেক্টের আওতায় (২০২৪-২৫) অর্থবছরের তরুণ ও পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Business Management & Entrepreneurship Development (BMED) প্রশিক্ষণ এর উদ্বোধন করেন, আইডিএফ-এর মাননীয় নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম। ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ -এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় এবং আইডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত এই প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাতকানিয়ার ডেপুটিহাটে শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ২০ জন তরুণ ও পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য দেন আইডিএফ অগ্রসর বিভাগের সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট কো-অর্ডিনেটর জনাব রাহেনা বেগম।

আইডিএফ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বান্দরবান জোনের জোনাল ম্যানেজার মোহাম্মদ শাহ আলম এবং RAISE প্রজেক্টের কার্যক্রম তুলে ধরেন প্রকল্পের কো-অর্ডিনেটর জনাব মোঃ আকরাম হোসেন। প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় এবং দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন মাননীয় নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম। এক্সটার্নাল ট্রেইনার মোঃ নজিবুল হোসেন ট্রেনিং সেশন পরিচালনা করেন। এসময় সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন লাইফ স্কিল অফিসার (RAISE) সহ সংশ্লিষ্ট এরিয়া ম্যানেজার ও শাখা ব্যবস্থাপকগণ। এছাড়াও সমৃদ্ধি প্রজেক্টের কর্মকর্তা সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

১২.৩.৪ চট্টগ্রাম অঞ্চলে পিকেএসএফ-এর RAISE প্রজেক্ট কার্যক্রম পরিদর্শন

বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় পরিচালিত এবং আইডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত RAISE প্রজেক্টের চট্টগ্রাম অঞ্চলের কার্যক্রম ৫-৭ মে ২০২৫ তারিখে পরিদর্শন করেন পিকেএসএফ-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার (RAISE) জনাব কাজী মশরুর উল আলম। তিনি ৫ মে রাঙ্গামাটি, ৬ মে খাগড়াছড়ি এবং ৭ মে অক্সিজেন শাখা পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি BMED প্রশিক্ষণ, শাখা পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম, মাঠ পর্যায়ে গুরু-শিষ্য কার্যক্রম এবং তরুণ ও পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা গ্রুপের সদস্য ও তাঁদের উদ্যোগসমূহ ঘুরে দেখেন। পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট কো-অর্ডিনেটর জনাব রাহেনা বেগম, RAISE প্রজেক্টের কো-অর্ডিনেটর জনাব মোঃ আকরাম হোসেন, লাইফ স্কিল কর্মকর্তা জনাব দেবব্রত ঘোষ, সংশ্লিষ্ট এরিয়া ম্যানেজার ও শাখা ব্যবস্থাপকগণ। পরিদর্শন শেষে ৭ মে ২০২৫ তারিখে আইডিএফ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে RAISE প্রজেক্টের অগ্রগতি নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চট্টগ্রাম জোনের শহর-১ ও কর্ণফুলী এরিয়ার শাখা ব্যবস্থাপগণ অংশ নেন। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন জোনাল ম্যানেজার জনাব মুহাম্মদ শাহাজাহান, সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট কো-অর্ডিনেটর জনাব রাহেনা বেগম, RAISE প্রজেক্ট এর কো-অর্ডিনেটর জনাব মোঃ আকরাম হোসেন এবং লাইফ স্কিল কর্মকর্তা জনাব দেবব্রত ঘোষ।

১২.৩.৫ জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামে আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

"খাদ্য হোক নিরাপদ, সুস্থ থাকুক জনগণ" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখ চট্টগ্রামে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৫। এ উপলক্ষ্যে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (IDF) এর চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় আইডিএফ'র কৃষি উন্নয়ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF)-এর প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা নিরাপদ খাদ্যের অপরিহার্যতা তুলে ধরে উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনা সভা শেষে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এবং নিরাপদ খাদ্য প্রদর্শনী। প্রদর্শনীতে স্থানীয় কৃষকদের উৎপাদিত বিষমুক্ত শাক-সবজি ও ফলমূল প্রদর্শন করা হয়, যা দর্শনার্থী ও অতিথিদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (IDF)। আয়োজকদের বিশ্বাস, এ ধরনের উদ্যোগ জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

১৩. কেস স্টাডি

১৩.১ খাগড়াছড়ির মানিকছড়িতে কামরুল নাহার ও মো: নয়নের আদা চাষে সফলতা

"গৃহিনীর সুস্বাদু রান্নায় এক অনন্য মসলার নাম হলো আদা। আদা ছাড়া রান্নায় সঠিক স্বাদ বা ঘ্রাণ আসে না।" আদা একটি লাভজনক ফসল। সঠিক পরিকল্পনা ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাষ করলে খরচের তুলনায় দুই থেকে তিনগুণ লাভের সম্ভাবনা থাকে। ছায়াযুক্ত বা যে জমিতে অন্য কোনো ফসল হয় না, সেই জমিতেও আদা চাষ করা সম্ভব। খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার বাটনাতলী ইউনিয়নের মরাডুলু পাড়ায় পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ এই মসলার চাষে সফলতার স্বপ্ন দেখছেন সদস্যা কামরুল নাহার ও তার স্বামী মো: নয়ন। চলতি মৌসুমে তারা আইডিএফ-এর সহযোগিতায় ২০ শতক জমিতে আদা চাষ করেছেন। নিয়মিত পরিচর্যার ফলে এফসলের ফলন আশানুরূপ হওয়ার আশা করা যাচ্ছে।

আইডিএফ-এর সহকারী কৃষি কর্মকর্তা দর্পন চাকমা জানান, গত বছর কামরুল নাহার ও তার স্বামী ১০ শতাংশ জমিতে নিজ উদ্যোগে আদা চাষ করেছিলেন। তবে পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের কারণে ফলন প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি। চলতি মৌসুমে ২০ শতক জমির জন্য সংস্থা থেকে তাঁরা প্রশিক্ষণ, বীজ, সার, কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক পেয়েছেন এবং নিয়মিত পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এতে ফলন আরও ভালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কামরুল নাহার আইডিএফ -এর একজন নিয়মিত ও দায়িত্বশীল সদস্য। তার স্বামী একজন আদর্শ কৃষক। তাদের মোট জমির পরিমাণ ৮০ শতক, যার মধ্যে ধানের জমি ৪০ শতক এবং সবজি চাষের জমি ৪০ শতক। ধান ও বিভিন্ন সবজি চাষের পাশাপাশি তারা গরু, ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালন করে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করেন। কামরুল নাহার এ পর্যন্ত আইডিএফ থেকে দুই দফায় ঋণ গ্রহণ করে কৃষি ও গবাদি পশু পালনে বিনিয়োগ করে সফল হয়েছেন। প্রতিবারই তিনি ঋণের কিস্তি সময়মতো পরিশোধ করেছেন। সর্বশেষ ২৫.০৩.২০২৪ তারিখে তিনি আইডিএফ থেকে ৩য় দফায় ৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আইডিএফ মানিকছড়ি শাখার কৃষি ইউনিট তাঁকে মসলা ফসল আদা চাষ প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত করে। কামরুল নাহার ও তার স্বামী মোঃ নয়ন এই ২০ শতক জমিতে ৬-৭ মন আদার ফলন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তারা স্থানীয় বাজারে আদার দর ভালো থাকায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং আইডিএফ-এর সহযোগিতায় তাদের এই সফলতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

১৩.৩ কৃত্রিম হ্যাচারিতে হাঁস পালনে সফল খামারী মোঃ আব্দুল গফুর

মোঃ আব্দুল গফুর কক্সবাজার সদর উপজেলার ঝিলংজা ইউনিয়নের মাইজপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। কৃষিকাজের পাশাপাশি তিনি মাসকোভি হাঁস, পেকিন হাঁস, হিলি মুরগি, বাউ মুরগি ও দেশি মুরগি পালন করছেন। তিনি আইডিএফ-এর একজন নিবন্ধিত সদস্য এবং বর্তমানে সংস্থা থেকে ৫০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে কৃষি ও হাঁস মুরগীর খামারে বিনিয়োগ করেছেন। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর অর্থায়নে এবং ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)-এর কৃষি উন্নয়ন বিভাগের সহযোগিতায় কক্সবাজার সদর উপজেলার ঝিলংজা মাইজপাড়া এলাকায় মোঃ আব্দুল গফুরকে হাঁসের কৃত্রিম হ্যাচারির প্রদর্শনী দেওয়া হয়। প্রদর্শনীর জন্য তাকে ৪০০টি বাচ্চা উৎপাদনের ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ইনকিউবেটর মেশিন প্রদান করা হয়। এছাড়া খামারের ঘর এবং জেনারেটর ক্রয়ের জন্য ৪,০০০ টাকা সহায়তা দেওয়া হয় এবং খামারের হাঁস ও মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন সরবরাহ করা হয়।

প্রথম পর্যায়ে, তিনি ৪০টি মাসকোভি হাঁস সুপরিকল্পিতভাবে লালন-পালন করেন। এর মধ্যে ১৫টি হাঁস বিক্রি করে তিনি লাভবান হন; প্রতিটি হাঁসের ওজন ছিল প্রায় ৪ কেজি, এবং বাজারমূল্য ছিল প্রতি পিস ১,৫০০ থেকে ২,০০০ টাকা। বাকি ২৫টি হাঁস (যার মধ্যে ৫টি পুরুষ ও ২০টি নারী হাঁস) ডিম উৎপাদনের জন্য রাখা হয়। বর্তমানে এই হাঁসগুলো থেকে প্রতিদিন গড়ে ১২-১৫টি ডিম সংগ্রহ করা যাচ্ছে। বর্তমানে মোঃ আব্দুল গফুরের খামারে ডিম ও বাচ্চা উৎপাদনের জন্য ৪৫টি হিলি মুরগি, ২১টি বাউ মুরগি এবং ২৪টি পেকিন হাঁস রয়েছে। ইনকিউবেটর মেশিনের মাধ্যমে ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে খামারে ডিম পাড়ার উপযোগী হাঁস-মুরগির সংখ্যা ১১৫ এবং ছোট উৎপাদিত বাচ্চা ১৮৫টি। উৎপাদিত হাঁস ও মুরগির বাচ্চা তিনি কক্সবাজার সদর উপজেলার প্রান্তিক কৃষক ও কৃষাণিদের কাছে বিক্রি করেন। তার খামারের দেখাদেখি এলাকার অন্যান্যরাও কৃত্রিম হ্যাচারির দিকে আগ্রহ প্রকাশ করছেন।

মোঃ আব্দুল গফুর প্রদর্শনী এবং সকল ধরনের সেবা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য আইডিএফকে ধন্যবাদ জানান। বর্তমানে তিনি এলাকায় একজন সফল উদ্যোক্তা ও খামারি হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেছেন। তার খামার ইতিমধ্যে আইডিএফ ও পিকেএসএফ-এর উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল এবং নেপালের উদ্যোক্তাদের শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকৃত প্রতিনিধিরা খামার ও হ্যাচারির সাফল্য দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং তার দক্ষতা ও উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। মোঃ আব্দুল গফুর এখন একজন স্বনির্ভর ও সফল খামারি হিসেবে পরিচিত।

১৪. এক নজরে আইডিএফ এর কতিপয় কর্মসূচির অগ্রগতি জানুয়ারি-জুন, ২০২৫

১.ঋণ কর্মসূচি

ক. ঋণ বিতরণ

ঋণের ধরণ	জানুয়ারি-জুন, ২০২৫	
	টাকা (কোটি)	%
বুনিয়াদ/অতিদরিদ্র	২.১৮	০.৫৬
জাগরণ/RMC/UMC	১২০.২৩	৩১.০৬
অগ্রসর/মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ	১৮৬.৩০	৪৮.১৩
সুফলন/মৌসুমী ঋণ	৫৮.২৩	১৫.০৪
অন্যান্য	২০.১২	৫.২০
মোট	৩৮৭.০৬	১০০

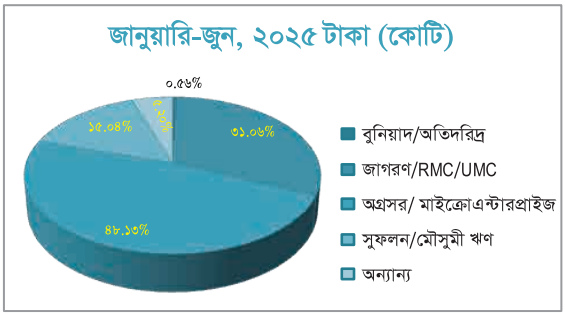

ঋণের ধরণ	জুন ২০২৫ পর্যন্ত	
	টাকা (কোটি)	%
বুনিয়াদ/অতিদরিদ্র	২৬.৮৭	০.৪৬
জাগরণ/RMC/UMC	২৭৪৯.৫৪	৪৭.৪১
অগ্রসর/মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ	২১২৭.৪৯	৩৬.৬৯
সুফলন/মৌসুমী ঋণ	৬৫৯.৮০	১১.৩৮
অন্যান্য	২৩৫.৩০	৪.০৬
মোট	৫৭৯৯.০০	১০০

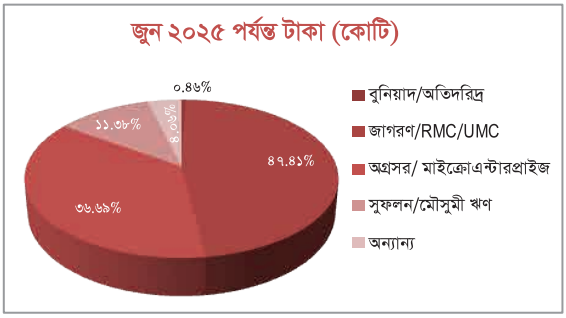

খ. সদস্য সংখ্যা

বিবরণ	সংখ্যা (জানুয়ারি-জুন, ২০২৫)	সংখ্যা (জুন,২০২৫ পর্যন্ত)
ভর্তি	২১৮৩৫	৭৫১৭৮২
গ্রুপত্যাগ	১৯৮২২	৬০৭৫৬৯

বিবরণ	সংখ্যা
সদস্য সংখ্যা ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত	১৪২২০০
জুন ২০২৫ পর্যন্ত	১৪৪২১৩

২. সদস্য সুরক্ষা কর্মসূচি

সুরক্ষাসমূহ	জানুয়ারি - জুন, ২০২৫			জুন, ২০২৫ পর্যন্ত		
	সুবিধাপ্রাপ্ত/সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	%	সুবিধাপ্রাপ্ত/সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	%
মৃত্যুজনিত (সদস্য/অভিভাবক)	২৩০	৮৪৬৩০৬৫	৭৮.৮৮	১২৯৫৫	১৬৬৭৫৭৯৪২	৬০.২৯
চিকিৎসাসেবা	১৯১৮	৮৫১১৩৮	৭.৯৩	১৪১৬৪৯	৮৭৪৯১৮৬৯	৩১.৬৩
প্রকল্পঝুঁকি	৬৮	১৪১৫০২৮	১৩.১৯	১২৭০	২২৩২৫৬৭৬	৮.০৭
মোট	২২১৬	১০৭২৯২৩১	১০০	১৫৫৮৭৪	২৭৬৫৭৫৪৮৭	১০০

৩. স্বাস্থ্য কর্মসূচি

বিবরণ	জানুয়ারি - জুন, ২০২৫		জুন, ২০২৫ পর্যন্ত	
	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)
স্ট্যাটিক ক্লিনিক	১২০টি	১২৫২৭ জন	৬৫৯৮টি	১১১৫০৭ জন
স্যাটেলাইট ক্লিনিক	৯৯৬২টি	২৬৪৫২ জন	১৪২৭৪৮টি	১০৫৫০৫০ জন
স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	০৪টি	২০৭৯ জন	৪টি	৬৯৫৭৭ জন
কাউন্সেলিং সেশন	৪৪১২টি	৫৭৪৩৮ জন	৮৮৫৫৬টি	১০১২৯০৪ জন
বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ	৮৪১৪ জন	৫৫৮৫৫৯ টাকা	৭৭৫৩৭ জন	১৪৯৯৬৭৫৪ টাকা
টেলিমেডিসিন	১৩৭ দিন	৪০৯৬ জন	৩৭৬৮দিন	৬৪৫৬৫ জন
ব্লাডগ্রুপিং ক্যাম্প	১০০টি	১৩৩৮ জন	৫৭৩টি	২৫৪৩৫ জন
গাইনী + মেডিসিন ক্যাম্প	৪১টি	২২৯৩ জন	২১১টি	৪০৬৯৯ জন
চক্ষুক্যাম্প	৬টি	৪৬৫ জন	৪৪টি	১৪৯৫৬ জন
মিনি স্বাস্থ্য ক্যাম্প	১৩৯টি	৪৫০৯ জন	৬৫৩টি	২৪১৪৮ জন
ফিজিওথেরাপী সেবা (হিমোফিলিয়া)	৪৯৭টি সেশন	৪৫ জন	৩৯১৯টা সেশন	৩৪৮ জন

বাড়ি : ২০, এভিনিউ : ০২, ব্লক : ডি, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ । ফোন : + ৮৮০২-৫৫০৭৫৩৮০ । ওয়েভ : www.idfbd.org